‘২০২৪-২৫ সালে ঢাকা বিভাগে সংঘটিত মাজারে হামলা’ বিষয়ে প্রতিবেদন

CENTER FOR SUFI HERITAGE
MAQAM

“২০২৪-২০২৫ সালে ঢাকা বিভাগে সংঘটিত মাজারে হামলা” বিষয়ে প্রতিবেদন

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা: মোহাম্মদ আবু সাঈদ

পেপারওয়ার্ক: মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
ফিল্ডওয়ার্ক: আবু হাসান মোহাম্মদ মুখতার

প্রকাশ:
জানুয়ারি, ২০২৬
মাকাম: সেন্টার ফর সুফি হেরিটেজ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
maqambd.org@gmail.com
01878-431312

মাকাম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সূচিপত্র

ভূমিকা	০৪
উৎসসমূহ	০৫
সারাংশ	০৬
আক্রান্ত মাজারসমূহের তালিকা	০৭
জেলাভিত্তিক সংখ্যা	১৩
কফা পাগলার মাজার	১৪
সৈয়দ রেজা সারোয়ার রাজাজীর মাজার	১৬
বৈরাম শাহের মাজার	১৮
পারুলিয়া দরবার শরীফ	১৯
হযরত হক সাব শাহ মাজার	২১
হয়দার আলী ইয়ামেনী মাজার	২২
মেহেরুল্লাহ শাহ দরবার শরীফ	২৩
আয়না দরগাহ মাজার	২৫
দেওয়ানবাগী পীরের আস্তানা	২৭
হোসেন আলী শাহের মাজার	২৯
উদাম শাহ মাজার	৩১
বুচাই পাগলার মাজার	৩২
আলীম উদ্দিন চিশতিয়া	৩৪
ফসিহ পাগলার মাজার	৩৬
আরশেদ পাগলার মাজার	৩৮
গাউছিয়া দরবার শরীফ	৪০
আফসার উদ্দিনের মাজার	৪২
বরকত মা মাজার	৪৪
মজিদিয়া দরবার শরীফ	৪৫
হাজী খাজা শাহবাজ মাজার	৪৬
বেলাল পীরের মাজার	৪৮
হযরত খেতা শাহ মাজার	৪৯
মোহাম্মদ আলী মুন্সীর কবর	৫১

ফজলু শাহের মাজার	৫২
কুতুববাগ দরবার শরীফ	৫৩
শুক্কুর আলী শাহ ফকিরের মাজার	৫৫
ফকির মওলা দরবার শরীফ	৫৭
গাউছে হক দরবার শরীফ	৫৯
নুরাল পাগলার মাজার	৬১
পাঁচ পীরের মাজার	৬৪
হামলা ঘটেছে কিন্তু বিস্তারিত তথ্য নেই এমন ঘটনাসমূহ	৬৬-৬৯
গোলাপ শাহ মাজারে হামলার হুমকি	৭০
অপ্রমাণিত ঘটনাসমূহ	৭২-৭৪
ফটোকার্ড	৭৫-৭৮

ভূমিকা

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ। এই বিভাগ ১৯৮৪ সালে গঠিত হয় এবং বর্তমানে ১৩টি জেলা নিয়ে গঠিত: ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ এবং মুন্সীগঞ্জ। ভৌগোলিকভাবে, বিভাগটি পদ্মা, মেঘনা, যমুনা এবং ব্রহ্মপুত্র নদীসমূহ দিয়ে ঘেরা। এগুলো এই অঞ্চলের উর্বরতা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করেছে। এর আয়তন প্রায় ২০,৫৯৪ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৪ কোটিরও বেশি (২০২২ সালের আদমশুমারি অনুসারে), বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫%।

ঐতিহাসিকভাবে, ঢাকা বিভাগ মুঘল যুগ থেকে (১৬শ শতাব্দী) বাংলার রাজধানী হিসেবে পরিচিত, যেখানে সোনারগাঁও, ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জের মতো এলাকায় সুফি সাধকদের প্রভাব অদ্যাবধি বিরাজমান। সুফি ঐতিহ্য এখানে গভীরভাবে প্রোথিত। যেমন মিরপুরের শাহ আলী বাগদাদী, নারায়ণগঞ্জের শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা এবং অন্যান্য আউলিয়াদের মাজারসমূহ এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয়ের অংশ। অর্থনৈতিকভাবে, এটি বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি— ঢাকা শহর দেশের জিডিপির ৩৫% অবদান রাখে, যেখানে গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, ব্যাংকিং, আইটি এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্রসমূহের অবস্থান। সাংস্কৃতিকভাবে, এখানে লোকসংস্কৃতি, বাউল গান, সুফি মাহফিল এবং মাজার সংস্কৃতি (যেমন: ওরস, মেলা) প্রচলিত। এসব বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক ইসলামী ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে। তবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ধর্মীয় উগ্রতা এই ঐতিহ্যকে হুমকির মুখে ফেলেছে, যার প্রমাণ মাজার হামলাসমূহ। ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সুযোগ নিয়ে মাজার, দরগাহ সর্বোপরি মাজার সংস্কৃতির উপর ধারাবাহিক ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে আক্রমণ পরিচালিত হয়। এর অংশ হিসেবে ঢাকা বিভাগে ৫০টি হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে।

ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে নভেম্বর-২০২৫ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে প্রতিবেদনটি সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ব্যবহৃত সকল তথ্যের যথাযথ সূত্র প্রদান করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে ঢাকা বিভাগে মাজারে হামলা সংক্রান্ত যত ঘটনা সংগঠিত হয়েছে প্রায় সকল ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনার সার্বিক চিত্র, কারণ, ভিডিও ফুটেজ, প্রশাসন, মাজার কর্তৃপক্ষ, মাজারের সর্বশেষ অবস্থান ইত্যাদি সকল বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি ‘তদন্ত প্রতিবেদন’ নয়। ঢাকা বিভাগে মাজারে হামলার সার্বিক চিত্র, হামলার শিকার মাজারগুলোর বর্তমান অবস্থা ও বিভিন্ন পরিসংখ্যান হাজির করাই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে সরকার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা। পাশাপাশি, দেশের সরকার, মিডিয়া সর্বোপরি জনসাধারণের নিকট মাজার হামলার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা।

প্রতিবেদনে সংখ্যা, পরিসংখ্যান, শব্দচয়ন ও বানানের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবুও অসতর্কতাবশত কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা পাঠকের চোখে পড়লে আমাদেরকে জানানোর সাথে সাথে সংশোধনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে।

উৎসসমূহ (Sources)

এই প্রতিবেদনটি বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। যেমন:

- **সংবাদপত্রের রিপোর্ট ও প্রতিবেদন:** প্রধান সংবাদমাধ্যম যেমন The Daily Star (যেমন 'Silence of the shrines', ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫), TBS News (যেমন '44 attacks on 40 shrines', ১৮ জানুয়ারি ২০২৫), এবং Prothom Alo ইত্যাদি জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকা থেকে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা, হতাহতের পরিসংখ্যান এবং প্রশাসনিক অবস্থান সংগ্রহ করা হয়েছে।
- **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (ফেসবুক, ইউটিউবসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়া তালিকা ও মন্তব্য পোস্ট):** ফেসবুক এবং ইউটিউবে ছড়ানো পোস্ট, তালিকা এবং মন্তব্য থেকে স্থানীয় প্রতিক্রিয়া, হামলার চেষ্টা এবং প্রোপাগান্ডা সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলোতে 'তৌহিদী জনতা' গোষ্ঠীর সংগঠিত হওয়া, স্লোগান এবং মব গঠনের ডকুমেন্টেশন রয়েছে।
- **সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ও লাইভ:** ফেসবুক এবং ইউটিউবে লাইভ ভিডিও এবং ক্লিপস (যেমন হামলার সময়কার ফুটেজ, মাইকিং করে মব গঠন) থেকে ঘটনার রিয়েল-টাইম প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। কিছু ভিডিও মিথ্যা প্রোপাগান্ডা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
- **সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রকাশিত ভিডিও সংবাদ:** টেলিভিশন এবং অনলাইন নিউজ চ্যানেল যেমন যমুনা টেলিভিশন, NTV এবং bdnews24.com-এর ভিডিও রিপোর্ট থেকে ঘটনার দৃশ্যমান প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করা হয়েছে।
- **মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবেদন:** বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিবেদন থেকে সিস্টেম্যাটিক অ্যাটাক, হতাহত এবং সাম্প্রদায়িক যোগসূত্রের বিশ্লেষণ সংগ্রহ করা হয়েছে। (যেমন: এমএসএফ ইত্যাদি)
- **ফিল্ড ওয়ার্ক ও সরেজমিন যাচাই:** মাকাম'র প্রতিনিধিরা হামলার শিকার কুমিল্লা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন মাজার পরিদর্শন করে সরেজমিনে ঘটনার আদ্যোপান্ত জানার চেষ্টা করেছেন। এতে খাদেম, ভক্ত এবং স্থানীয়দের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। এগুলো ঘটনার প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ প্রমাণ এবং হামলার শিকার মাজারের বর্তমান অবস্থা নিশ্চিত করতে সহায়তা করেছে।

প্রতিবেদনে ব্যবহৃত নিউজ, প্রতিবেদন, ভিডিও ও ফিল্ডওয়ার্ক থেকে প্রাপ্ত ডকুমেন্ট আর্কাইভ করা আছে। প্রতিবেদনে উল্লেখিত যে কোনো প্রকার তথ্যের পর্যাপ্ত প্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষ চাহিবামাত্র নির্দিষ্ট তথ্য-সংক্রান্ত ডকুমেন্ট প্রদান করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে।

সারাংশ

ঢাকা বিভাগে ২০২৪-২০২৫ সালে মাজার-সংক্রান্ত হামলা ও সম্পর্কিত ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক ৫ আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের নভেম্বর অবধি চট্টগ্রাম বিভাগে ৩৭টি মাজারে হামলার ঘটনা ঘটেছে। জেলাভিত্তিক বিবরণে দেখা যায়: নরসিংদীতে ১১টি, ঢাকায় ৯টি, নায়ারণগঞ্জে ৫টি, কিশোরগঞ্জ ৩টি, শরিয়তপুরে ২টি, মানিকগঞ্জ ৩টি, গাজীপুর ২টি, এবং রাজবাড়ী, টাঙ্গাইলে ১টি করে- মোট ৩৭টি হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। পাশপাশি এমন ১৩টি খবর পাওয়া গিয়েছে যার মধ্যে ১টি গুজব, ১টি হামলার হুমকি ও ১১টির বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, প্রমাণিত ঘটনা ৩৭টি এবং অপ্রমাণিত, হুমকি ও গুজব ১৩টি, মোট ৫০টি।

হামলাগুলোর প্রধান কারণ ধর্মীয় মতাদর্শগত বিরোধ (যেমন: মাজারকে 'শিরক-বিদআত' আখ্যা দিয়ে হামলার পটভূমি তৈরি ও বৈধতা উৎপাদন), রাজনৈতিক প্রতিহিংসা (যেমন: আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্টতা), সামাজিক অসন্তোষ (যেমন: মাদক সেবন বা অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ) এবং জমি-সংক্রান্ত বিরোধ। উদাহরণস্বরূপ: ঢাকা, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জের ঘটনাগুলোতে 'তৌহিদী জনতা' ব্যানারে সংগঠিত হামলায় ওরস, মেলা বা সুফি সমাজের অনুষ্ঠানকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে, যাকে স্থানীয় যুবকদের চারিত্রিক স্খলনের কারণ হিসেবে অভিযোগের মাধ্যমে ন্যায্যতা দেয়া হয়েছে। প্রভাবের দিক থেকে, মাজারগুলোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (ওরস, মেলা, মিলাদ) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ, এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে হামলাকারীরা স্থানীয় এলাকার বহিরাগত (যেমন: জামায়াতপন্থী, চরমোনাইপন্থী বা কওমী মাদ্রাসার ছাত্র)। এছাড়া, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা স্পষ্ট: বেশিরভাগ ঘটনায় কোনো মামলা, গ্রেফতার বা তদন্তের অগ্রগতি নেই, যা হামলাকারীদেরকে প্রকারান্তরে উৎসাহিত করেছে। কেবল ৬টি ক্ষেত্রে (যেমন: রাজবাড়ীর নুরাল পাগলার দরবার শরিফ, নরসিংদির হকসাব শাহের মাজার, ঢাকার শুক্কুর আলী শাহ ও বুচাই পাগলার মাজারসহ ইত্যাদি) প্রশাসন সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছে, যেখানে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

হামলার পর অদ্যাবধি অন্তত ১৮টি মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। অন্তত ১৫টি মাজারের বাৎসরিক উরসের আয়োজন বন্ধ রয়েছে। এ-সকল হামলায় নারীসহ অন্তত ১৮০জন+ আহত ও ২জন নিহত হয়েছে। হামলার সময় মাজার সংশ্লিষ্ট অন্তত ৪টি মসজিদেও হামলা করা হয়েছে।

সময়কালীনভাবে, ২০২৪ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ঘটনার ৭০% এর বেশি কেন্দ্রীভূত ছিল, এসব ঘটনা মোটাদাগে রাজনৈতিক অস্থিরতা (প্রশাসনিক শূন্যতা এবং আইনশৃঙ্খলার দুর্বলতা) থেকে উদ্ভূত। ২০২৫ সালে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ওরস বা মিলাদুন্নবী উপলক্ষে হামলা পুনরায় বৃদ্ধি পায়।

পরিসংখ্যান

সারাদেশে যত মাজারে হামলার সকল ঘটনা ঘটেছে (কম-বেশি ১৫০ হিসেবে) তন্মধ্যে এক তৃতীয়াংশ (৩৩%) ঘটেছে ঢাকা বিভাগে। বিভাগের সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে নরসিংদীতে, ১১টি। দ্বিতীয় বেশি সংখ্যক ঘটনা ঘটেছে ঢাকায়, ৯টি। প্রধান কারণসমূহ: ধর্মীয় অভিযোগ (বিদআত-শিরক, ৬৫%), স্থানীয় বিরোধ (মাদক-জমি, ১৫%) এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা (২০%)। হামলাকারী হিসেবে 'তৌহিদী জনতা'র নেতৃত্বই প্রধান (৯০%)। হামলার ঘটনায় প্রশাসনের সক্রিয়তা ২০%; নিষ্ক্রিয়তা ৮০%।

হামলায় আক্রান্ত মাজারসমূহের তালিকা

নিম্নে হামলার শিকার মাজারসমূহের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। তালিকাটি দু'টি ছকে বিভক্ত। ১ম ছকে যে সকল মাজারে হামলার ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতি যাচাই করা সম্ভব হয়েছে। ২য় ছকে সে-সকল মাজার যেগুলোতে হামলার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে কিন্তু প্রমাণিত হয়নি, হুমকি প্রদান করা হয়েছে, হামলার ব্যর্থ চেষ্টা ও হামলার গুজবের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ছক: ০১

সংখ্যা	মাজারের নাম	সময়	স্থান	ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য
১	কোপ্পা/কফা পাগলার মাজার	৫ই আগস্ট ২০২৪	নরসিংদীর পলাশ উপজেলার পারুলিয়ায় অবস্থিত	উগ্রবাদী, জামাতপন্থী কিছু মানুষ এবং তৌহিদি জনতা নামে পরিচিত গ্রুপ কর্তৃক হামলা
২	শাহ সুফি সৈয়দ রেজা সারোয়ার রাজাজীর মাজার	৫ই আগস্ট ২০২৪	নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়নের কালনি এলাকায়	৫ই আগস্ট পূর্ববর্তী সময়েও একাধিকবার আক্রান্ত
৩	বোরহান উদ্দিন বৈরাম শাহের মাজার	৫ আগস্ট, ২০২৪	ঢাকার তেজগাঁও কলোনি বাজার এলাকায় অবস্থিত	বর্তমানে মাজারটি এককক্ষে সীমাবদ্ধ।
৪	দেওয়ান শরীফ খানের মাজার/ পারুলিয়া দরবার শরিফ	৫ই আগস্ট ২০২৪ রাতে	নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় অবস্থিত	প্রায় ৪লক্ষ টাকার মালামাল ধ্বংস ও সিন্দুক অপহরণ।
৫	শাহ সুফি হযরত হকসাব শাহ (হক পাগলা) মাজার	২০২৪ সালের ৫ই আগস্টে	নরসিংদী জেলার দড়ীনবিপুর গ্রামে	
৬	হজরত হায়দার আলী ইয়ামেনী মাজার	২০২৪ সালের ৬ই আগস্ট	ঢাকার হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত	
৭	হজরত শাহ সুফি মেহেরুল্লাহ শাহ ওরফে শাহ ভালার দরবার শরিফ	৬-৭ই আগস্ট রাতে	চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কোষাঘাটায় মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত	৩০০ বছর পুরোনো মাজার।
৮	আয়না দরগাহ মাজার	২৫ই আগস্ট ২০২৪	নারায়ণগঞ্জের	

		রবিবার বিকেলে,	সোনারগাঁ উপজেলার সনমান্দি ইউনিয়নের পশ্চিম সনমান্দি গ্রামে	
৯	দেওয়ানবাগী পীরের আস্তানা	৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভোরে	নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার মদনপুর, দেওয়ান মনোহর খাঁর বাগ এলাকায়	৪ জন আহত ও আশেপাশের টিনের ঘরে অগ্নিসংযোগ
১০	হজরত হোসেন আলী শাহের মাজার, লেংটার মাজার	১০ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে	নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার পূর্বাচল ১১ নম্বর সেক্টরে	২০০-৩০০ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র দ্বারা হামলা
১১	উদাম শাহ মাজার	১০ই সেপ্টেম্বর ২০২৪	নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলায়)	
১২	বুচাই পাগলার মাজার	১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে	ঢাকার ধামরাই উপজেলার সানোড়া ইউনিয়নের বাটুলিয়া এলাকায় কালামপুর-সাটুরিয়া আঞ্চলিক সড়কের পাশে	
১৩	আলীম উদ্দিন চিশতিয়া (রঃ)	২০২৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রাতে,	নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার ভুলতা বাজারের কাছে পোনাবো এলাকায়	
১৪	শাহ সূফি ফসিহ পাগলার মাজার	২০২৪ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেল ৩টার দিকে,	গাজীপুর মহানগরের পোড়াবাড়ি এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে	৮-১০ জন আহত ও ৮টি ঘর পোড়া ও মালামাল লুটপাট
১৫	ফকির করিম শাহ মাজার/ আরশেদ পাগলার মাজার	১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ শুক্রবার জুমার নামাজের পর	শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার বিলাশপুর ইউনিয়নের মেহের আলী মাদবরকান্দি গ্রামে	

১৬	সৈয়দ আবু মোহাম্মদ মঞ্জুরুল হামিদ (রহ.) মাজার (গাউছিয়া দরবার শরীফ)	১৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ সোমবার	কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলার ছয়সূতী ইউনিয়নের প্রথাবনাথ বাজার সংলগ্ন	১ জন নিহত, ৫০ জন আহত।
১৭	মাওলানা আফসার উদ্দিনের মাজার	২৯ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ রাত সাড়ে ১১টা থেকে দুই ঘণ্টার	সাভারের বনগাঁও ইউনিয়নের চাকলিয়া এলাকায়	২০+ আহত।
১৮	বরকত মা মাজার	২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর	ঢাকার ধামরাই উপজেলার ইসলামপুর এলাকায়	
১৯	মজিদিয়া দরবার শরিফ (শালু শাহ মাজার)	২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে	শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার মোক্তারেরচর ইউনিয়নের পোড়াগাছা গ্রামে	
২০	হজরত হাজী খাজা শাহবাজ (রাহ.) মাজার-মসজিদ	৫ই নভেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে ১২টা	ঢাকার দোয়েল চত্বর সংলগ্ন (বাংলা একাডেমির বিপরীত পার্শ্বে	৪-৫ জন আহত। মহিলাসহ
২১	বেলাল পীরের মাজার	২২ই নভেম্বর ২০২৫ তারিখে	টাঙ্গাইল সদর উপজেলার চরপৌলী এলাকায়	
২২	হযরত খেতা শাহ (ওরফে আইয়ুব আলী) মাজার	২০২৫ সালের ২৩ই জানুয়ারি	নরসিংদী সদর উপজেলার করিমপুর ইউনিয়নের শ্রীনগর রসুলপুর কান্দাপাড়া এলাকায়	পূর্ব প্রচারণা ও পোস্টার বিলি করে মাজার হামলা।
২৩	মোহাম্মদ আলী মুন্সীর কবর	২৪ই জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে	নরসিংদী জেলার চম্পকনগর গ্রামে	
২৪	শাহ সুফি হযরত ফজলু শাহের মাজার	২৪ই জানুয়ারি ২০২৫	নরসিংদী জেলার কালাইগোবিন্দপুর গ্রাম	
২৫	কুতুববাগ দরবার শরিফ	২০২৫ সালের ২৭ই	ঢাকার তেজগাঁওয়ে	ওরস ও অন্যান্য

		জানুয়ারি	ফার্মগেটের ৩৪ ইন্দিরা রোডে	কার্যক্রম সম্পূর্ণ স্থগিত।
২৬	শুক্কুর আলী শাহ ফকিরের মাজার	জানুয়ারি ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) রাতে	ঢাকার ধামরাই উপজেলার গাঙ্গুটিয়া ইউনিয়নের অর্জুন নালাই গ্রামে	
২৭	ফকির মওলা দরবার শরিফ	২০২৫ সালের ২১ই ফেব্রুয়ারি	মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার আজিমপুরে	৭-১২ জনকে গ্রেপ্তার ও পরে মুচলেকা দিয়ে মুক্তি
২৮	গাউছে হক দরবার শরীফ	৩১ই মার্চ ২০২৫ এর রাতে	নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলায় অবস্থিত	
২৯	নুরাল পাগলার দরবার শরিফ	৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ জুমার নামাজের পর	রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলার জুড়ান মোল্লাপাড়া এলাকায়	কবর থেকে লাশ তুলে পুড়িয়ে ফেলা
৩০	পাঁচ পীরের মাজার	১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে	ইটনা উপজেলার (কিশোরগঞ্জ জেলা)	
৩১	বিগচান আল জাহাঙ্গীরের মাজার	১৭ই আগস্ট ২০২৪	ঢালুয়ার চর, পলাশ, নরসিংদী	মূলত কবরস্থানের পাশে একটি পাকা কবর; মাজার মনে করে ভাঙচুর হয়।
৩২	আয়নাল শাহ মাজার	৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৪	খোটমোড়া, গোতাশিয়া, মনোহরদী, নরসিংদী	বিস্তারিত তথ্য নেই।
৩৩	ওয়াইসিয়া/উয়ায়েসি দরবার শরীফ	৯ই সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঘিওর, মানিকগঞ্জ	একটি ভিডিওতে মাজারের গ্লাস জানালা ও অভ্যন্তর ভাঙচুরের দৃশ্য দেখা যায়।
৩৪	মা জটালীর মাজার	২০২৪ এর সেপ্টেম্বর মাসে	বাংলা একাডেমি এলাকা, ঢাকা	হামলা ও ভাংচুর
৩৫	ওয়ারিশ পাগলার মাজার	২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে	দড়িগাঁও গ্রাম, সালুয়া ইউনিয়ন, কিশোরগঞ্জ	ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ হয়েছে।

৩৬	শ্রীপুরের হেরাবন পাক দরবার শরীফ	৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ দুপুরে	শ্রীপুর, গাজীপুর	পীর সাহেবকে মারধর
৩৭	খাজা শাহ সুফি দেওয়ান আব্দুর রশিদ আল চিশতি নিজামি (রা.) দরবার শরীফ	২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রাতে	মানিকগঞ্জ	ওরস চলাকালে হামলা

ছক: ০২

হামলার অভিযোগ/ চেষ্টা/ গুজব এমন ঘটনার তালিকা				
সংখ্যা	**মাজারের নাম**	**সময়**	**স্থান**	**ক্ষয়ক্ষতি ও মন্তব্য**
৩৮	গোলাপ শাহ মাজার	১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঢাকার গুলিস্তানে অবস্থিত	হামলার হুমকি।
৩৯	আকবর পাগলার মাজার	৫ আগস্ট ২০২৪	নরসিংদী	স্রেফ অভিযোগ, বিস্তারিত তথ্য নেই।
৪০	আয়েজ পাগলার মাজার	৫ আগস্ট ২০২৪	নরসিংদী	
৪১	শাহসূফি চানমিয়া দরবার শরীফ	৫ আগস্ট ২০২৪-এর পরপর	নয়াপাড়া, গাজীপুর	
৪২	ফকির মার্কেট মাজার	৫ আগস্ট ২০২৪-এর পরপর	গাজীপুর	
৪৩	জাবের পাগলার মাজার	৫ আগস্ট ২০২৪-এর পরপর	গাজীপুর	
৪৪	হাসেন আলী ফকিরের মাজার	৫ আগস্ট ২০২৪-এর পরপর	বেলাব, নরসিংদী	
৪৫	করমদী ফকিরের মাজার	১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ভাওয়াল মির্জাপুর বাজার, গাজীপুর	ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ।

৪৬	আক্কেল আলী শাহের মাজার	সেপ্টেম্বর ২০২৪	রায়পুরা, নরসিংদী	স্রেফ অভিযোগ, তথ্য নেই।
৪৭	আমিনুল হক পাগলার মাজার/আস্তানা	২৩ নভেম্বর ২০২৪	দিলালপুর, নরসিংদী	আস্তানা উচ্ছেদ
৪৮	হানিফ শাহ মাজার	২৪ জানুয়ারি ২০২৫	খোটমোড়া, গোতাশিয়া, মনোহরদী, নরসিংদী	স্রেফ অভিযোগ, তথ্য নেই।
৪৯	শাহ সুফি হযরত আইয়ুব আলী শাহের আস্তানা	২৪ই জানুয়ারি ২০২৫	শ্রীনগর গ্রাম, নরসিংদী	স্রেফ অভিযোগ, তথ্য নেই।
৫০	হজরত হায়দার শাহ বাবার মাজার		মুহাম্মদপুর, ঢাকা	হামলার গুজব

ঢাকা বিভাগে সংগঠিত প্রমাণিত ৩৭টি ঘটনার জেলাভিত্তিক সংখ্যা:

জেলা	**সংখ্যা**
নরসিংদী	১১
ঢাকা	০৯
নারায়ণগঞ্জ	০৫
কিশোরগঞ্জ	০২
শরিয়তপুর	০৩
মানিকগঞ্জ	০৩
গাজীপুর	০২
রাজবাড়ী	০১
টাঙ্গাইল	০১
ফরিদপুর	০০
মাদারিপুর	০০
মুন্সিগঞ্জ	০০
গোপালগঞ্জ	০০

১. কোপ্পা/কফা পাগলার মাজার

(৫ই আগস্ট ২০২৪, নরসিংদীর পলাশ উপজেলার পারুলিয়ায় অবস্থিত)

মাজারটি বাড়ির অভ্যন্তরে। হামলা পরবর্তী দৃশ্য। এখনো ভাঙা অবস্থায় বিদ্যমান। (ছবি: মাকাম প্রতিনিধি।)

সার্বিক চিত্র: কোপ্পা/কফা পাগলার মাজার[1] (যা কফিল উদ্দিন শাহের আস্তানা নামেও পরিচিত) নরসিংদীর পলাশ উপজেলার পারুলিয়ায় অবস্থিত। এটি একটি ঐতিহ্যবাহী সুফি দরবার শরিফ, যেখানে ওরস এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে ভক্তদের সমাগম হয়। ৫ আগস্ট ২০২৪-এ আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরবর্তী অস্থিরতায় এই মাজার হামলা, ভাঙচুর এবং লুটপাটের শিকার হয়। মাজারের বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংস করা হয়, পাশের মসজিদেও হামলা চালানো হয়। যার মাজার তার বংশধর এবং পরিবার দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন। হামলার পর এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করে।

হামলার মূল কারণ: মাজার অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচিত হওয়া, যেমন সুফি অনুশীলন, ওরস এবং ভক্তদের সমাগমকে শিরক-বেদাতি মনে করা। এটি ২০২৪-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সুফি মাজারগুলোকে লক্ষ্য করে চালানো ব্যাপক হামলার অংশ। 'তৌহিদী জনতা' ও 'সর্বস্তরের মুসলমান' দাবি করে একদল 'উগ্রবাদী মুসলিম' এই হামলার নেতৃত্ব দেয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলা চলাকালীন কোনো ভিডিও ও ছবি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে মাকামের প্রতিনিধি কর্তৃক গৃহীত হামলা পরবর্তী ভিডিওতে দেখা যায়, মাজারটি বিধ্বস্ত অবস্থায় রয়েছে। মাজারের দরজা, জানালা ও মূল মাজারটি আক্রান্ত অবস্থায় দেখা যায়। বেশ কিছু জায়গায় অগ্নিসংযোগের ছাপ পাওয়া যায়।

অভিযুক্ত হামলাকারী: মাজারের খাদেম ও ভক্তরা মাকামের প্রতিনিধিকে জানান, এলাকার ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের কিছু উগ্রবাদী 'জামাতপন্থী' কিছু মানুষ এবং 'তৌহিদি জনতা' নামে পরিচিত গ্রুপ এই হামলা পরিচালনা করে। অনেক ক্ষেত্রে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় উগ্রবাদী গ্রুপ জড়িত বলে অভিযোগ করেন।

---

[1] আর যদি কোন মাজার ভাঙ্গা হয় কাপনের কাপড় পড়ে রাস্তায় নেমে পড়বো আমরা। স্বাধীন কাগজ।
[https://swadhinkagoj.com/crime/%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%AF/3153/]

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসন তৎক্ষণাৎ মীমাংসার চেষ্টা করলেও মামলা নিতে অনিচ্ছুক ছিল। অতীতে ওরসের সময় পুলিশ অনুমতি এবং নিরাপত্তা দিত, কিন্তু এবার তার ব্যত্যয় ঘটেছে। সার্বিকভাবে মাজার হামলায় পুলিশ জিডি বা মামলা নিয়েছে, কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার বা শাস্তির আওতায় আনা হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের বংশধর ও পরিবার দেখাশোনা করেন। তারা অভিযোগ করেন যে, হামলা অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের অজুহাতে চালানো হয়েছে, যদিও মাজারে কোনো শরিয়াহবিরোধী কাজ হয় না। তারা প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: বর্তমানে (২০২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত) পরিস্থিতি স্বাভাবিক, কিন্তু বড় অনুষ্ঠান (যেমন ওরস) আয়োজনে হুমকির সম্মুখীন। এ বছর ওরসের সময় হুমকি দেয়া হয়েছে। মাজার পুনর্নির্মাণ বা বড় সমাগমের খবর নেই, ভক্তরা আতঙ্কের মাঝে আছে।

২. শাহ সুফি সৈয়দ রেজা সারোয়ার রাজাজীর মাজার[2]

(৫ই আগস্ট ২০২৪, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়নের কালনি এলাকায়)

শাহ সুফি সৈয়দ রেজা সারোয়ার রাজাজীর মাজারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন তার স্ত্রী অ্যাডভোকেট সৈয়দা জাহিদা সুলতানা। (ছবি: ডেইলি স্টার।)

সার্বিক চিত্র: নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়নের কালনি এলাকায় অবস্থিত শাহ সুফি সৈয়দ রেজা সারোয়ার রাজাজীর মাজার একটি ঐতিহ্যবাহী সুফি দরবার, আধ্যাত্মিক কবি ও সুফি সাধকের সমাধিস্থল। মাজারটি কয়েকবার ভাঙচুরের শিকার হয়েছে, যার মধ্যে ২০২৪ সালের ৮ মার্চ ওরসের পরদিন ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা উল্লেখযোগ্য; এতে দানবাক্স লুটপাট হয়েছে এবং এর আগে দুইবার অনুরূপ হামলা ঘটেছে। সর্বশেষ ৫ আগস্ট ২০২৪-এ মাজারটি গুড়িয়ে দেয়া হয় এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়, যা দেশব্যাপী সুফি মাজার হামলার তরঙ্গের অংশ। হামলার পর মাজারের ধ্বংসাবশেষে তার স্ত্রী অ্যাডভোকেট সৈয়দা জাহিদা সুলতানা দাঁড়িয়ে ছিলেন। এটি ২০২৪-এর আগস্ট থেকে ২০২৫-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে ঘটে যাওয়া অন্তত দেড়শতাধিক মাজার হামলার একটি, যেখানে অনেক মাজার পরিত্যক্ত এবং অনিরাপদ হয়ে পড়েছে।
উল্লেখ্য যে, শাহ সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা সারোয়ার রাজাজী সেন্টার পয়েন্ট তাত্ত্বিক ল্যাবের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। দাবি করা হয়, তিনি স্পেস পয়েন্ট থিওরি, মোদি ও রেজাই শূণ্য তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন।

হামলার মূল কারণ: হামলাগুলোর পেছনে স্থানীয় রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত শত্রুতা থাকতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ৫ আগস্ট ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর প্রশাসনিক শূন্যতা মূল ভূমিকা পালন করে। এতে আইনশৃঙ্খলার দুর্বলতায় কট্টরপন্থী গোষ্ঠী সুফি অনুশীলনকে (যেমন সংগীত, ওরস) অনৈসলামিক মনে করে হামলা চালায়। ৮ মার্চের হামলা ওরসের সাথে যুক্ত, ওরস কিছু গোষ্ঠীকে অসহিষ্ণু করে তোলে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলা-পরবর্তী ভিডিওতে[3] মাজারের টিনের ছাদ, গিলাফ, ফুল এবং বিভিন্ন আসবাবপত্র আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মাজারের গায়ে এবং সদর দরজাসহ বিভিন্ন দেয়াল-প্রাচীরে অগ্নিসংযোগের স্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান।

---

[2] মাজারের মৌন আর্তনাদ তরুণ সরকার [https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331]

[3] হামলা পরবর্তী ভিডিও (১) https://www.facebook.com/share/v/1AoLfTRNaR/। (২) https://www.facebook.com/share/v/1Lo6JZnMah/

অভিযুক্ত হামলাকারী: হামলাকারীদের নির্দিষ্ট নাম উদ্ধার সম্ভব হয়নি, কিন্তু ৮ মার্চের হামলায় অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা জড়িত বলে জানা যায়। মাজার হামলায় জড়িতদের বিস্তারিত পরিচয় নিশ্চিত করা যাযনি। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে এবং এক আসামি গ্রেপ্তার, অন্যরা পলাতক।

প্রশাসনিক অবস্থান: হামলার পর মাজার ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। থানায় মামলা দায়ের হয়েছে এবং একজন গ্রেপ্তার হয়েছে, কিন্তু অন্যরা পলাতক।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষ বা ভক্তদের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট অবস্থানের তথ্য নেই, কিন্তু ৮ মার্চের হামলার পর জড়িতদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে ১৬ মার্চ ২০২৪-এ রূপগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন হয়েছে।[4] ৫ই আগস্ট পরবর্তী হামলায় কতৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারটি ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে, কোনো পুনর্নির্মাণ বা সক্রিয়তা নেই। মাজারটি বর্তমানে তার স্ত্রী অ্যাডভোকেট সৈয়দা জাহিদা সুলতানার নিয়ন্ত্রণাধীন আছে বলে জানা যায়।

[4] রূপগঞ্জে মাজার হামলার জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন।
[https://www.narayanganjtimes.com/outsite-city/news/23496#google_vignette]

৩. বোরহান উদ্দিন বৈরাম শাহের মাজার[5]

(৫ আগস্ট, ২০২৪, ঢাকার তেজগাঁও কলোনি বাজার এলাকায় অবস্থিত)

সার্বিক চিত্র: ২০২৪ সালের ৫ আগস্টে দেশব্যাপী সুফি মাজার হামলার শুরুর দিনে আক্রান্ত চারটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন মাজারের মধ্যে অন্যতম ঢাকার 'বৈরাম শাহের মাজার' (বোরহান উদ্দিন বৈরাম শাহ নামেও পরিচিত, তেজগাঁও কলোনি বাজার এলাকায় অবস্থিত)। এটি পাঠান আমলের (আনুমানিক ১৩-১৬ শতক) প্রাচীন মাজার, যার উল্লেখ আছে হাকিম হাবিবুর রহমানের গ্রন্থ 'আসুদেগানে ঢাকা'য়; একসময় এখানে শিলালিপিও ছিল। বর্তমানে মাজারটি একটি কক্ষে সীমাবদ্ধ।

হামলার মূল কারণ: ৫ আগস্ট'র পর সৃষ্ট প্রশাসনিক শূন্যতা ও আইনশৃঙ্খলার দুর্বলতার সুযোগে কট্টরপন্থী গোষ্ঠীর দ্বারা সংঘটিত। নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই মাজারের হামলার পূর্ণ ভিডিও পাওয়া যায়নি; শুধু কিছু বিক্ষিপ্ত স্থিরচিত্র ও ফেসবুক লাইভের অংশ উদ্ধার সম্ভব হয়েছে, যাতে মাজারের বিভিন্ন অংশে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের স্পষ্ট চিত্র দেখা যায়।

অভিযুক্ত হামলাকারী: হামলাকরীদের নির্দিষ্ট নাম বা পরিচয় উল্লেখ নেই; সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্ত বা কট্টরপন্থী মব হামলা চালায়। এই মাজারটির হামলার বিস্তারিত ও নির্দিষ্ট অভিযুক্তের তথ্য নেই।

প্রশাসনিক অবস্থান: এই ঘটনায় প্রশাসনের সুনির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপের বিষয়ে জানা যায়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষ বা ভক্তদের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট অবস্থানের তথ্য নেই। মাজার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো মামলার খবরাখবর পাওয়া যায়নি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারটি ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে, কোনো পুনর্নির্মাণ বা সক্রিয়তা নেই। মাজারটি বর্তমানে কতৃপক্ষসহ কারো নিয়ন্ত্রণাধীন নেই বলে জানা যায়।

[5] মাজারের মৌন আর্তনাদ তরুণ সরকার [https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331]

৪. দেওয়ান শরীফ খানের মাজার/ পারুলিয়া দরবার শরিফ

(৫ আগস্ট ২০২৪ রাতে, নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় অবস্থিত)

নরসিংদীর পলাশে ঐতিহ্যবাহী দেওয়ান শরীফ খানের মাজারে গত ৫ আগস্ট হামলা ও ভাঙচুর হয়। হামলা পরবর্তী সময়ে মাজারটি বাইরের দৃশ্য। (ছবি: ওয়াহেদ আশরাফ। ডেইলি স্টার।)

সার্বিক চিত্র: দেওয়ান শরীফ খানের মাজার (পারুলিয়া দরবার শরিফ নামেও পরিচিত) নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় অবস্থিত একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন মাজার। এটি মুঘল স্থাপত্যশৈলীর হেরিটেজ ভবন, যার মূল সৌধ একগম্বুজবিশিষ্ট। মাজার চত্বরের পরিসর বড়, প্রতিদিন প্রচুর ভক্ত সমাগম হয় এবং পাগল-ফকির-বাউলদের উপস্থিতি থাকে। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ৫ আগস্ট ২০২৪ রাতে হামলায় মাজারের রওজা, আঙ্গিনা, টিনের আস্তানা, গদিঘর, রান্নাঘর, আসনঘর, গেটসহ বিভিন্ন স্থাপনা ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। সিন্দুক অপহরণ করা হয়। হামলায় এক ভক্ত লাঠিপেটায় আহত হন এবং আগুনে পোড়ানোর চেষ্টা করা হয়। খাদেম ও মাজার কমিটি মাজারটি দেখাশোনা করে।

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীদের অভিযোগ মতে, মাজারে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হতো। হামলাকারীরা মাজারবিদ্বেষী ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ।

ভিডিও বিশ্লেষণ[6]: হামলা রাতের আধারে সংঘটিত। হামলা পরবর্তী ভিডিওতে দেখা যায়, মাজারের আঙ্গিনা ও সংলগ্ন টিনের আস্তানাগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে। তালাবদ্ধ দরজা ভেঙে অভ্যন্তরে রওজা ভাঙচুর করা হয়েছে। ভক্তদের রাতে থাকার ঘর, আসবাবপত্র ও জিকিরের ঘর (কাফেলা)তে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, যার মালামালের মূল্য ২-২.৫ লক্ষ টাকা। পাশের কামাল মাইজভাণ্ডারির কাফেলায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল ধ্বংস হয়েছে। গদিঘর থেকে সিন্দুক অপহরণ এবং রান্নাঘর-আসনঘর ভাঙচুর করা হয়েছে।

অভিযুক্ত হামলাকারী: মাজারে অবস্থিত খাদেমরা মাকামের প্রতিনিধিকে জানান, 'জামায়াতপন্থী কিছু স্থানীয় তৌহিদী জনতা' রাতের আঁধারে এই হামলা পরিচালনা করেন। আনুমানিক ৪০০-৫০০ লোকের সমাগমে হামলা চালানো হয়। খাদেম দিন ইসলামের বর্ণনায়, তারা লুটপাট, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করে। তবে খাদেমদের কেউ হামলাকারীদের নির্দিষ্ট পরিচয় সম্পর্কে অবগত নন বলে জানান।

প্রশাসনিক অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষ মাকামের প্রতিনিধিকে জানান, প্রশাসন তৎক্ষণাৎ মীমাংসা করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু হামলাকারীরা এখনো হুমকি দিচ্ছে। হামলা পরবর্তী দিনগুলোতে সুফিবাদী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রতিবাদ, মানববন্ধন[7] করেছে এবং প্রশাসন-সরকারের সহায়তা চেয়েছে, কিন্তু কোনো সহায়তা পাওয়া যায়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের খাদেম ও কমিটি দেখাশোনা করেন। পীর সাহেবের কোনো বংশধর নেই। মাজারের খাদেমরাই হামলার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন এবং প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: বর্তমানে সবকিছু স্বাভাবিক, তবে বড় আকারে অনুষ্ঠান (যেমন ওরস বা মাহফিল) করতে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছেন ভক্ত ও খাদেমরা। মাজারের ক্ষয়ক্ষতির মেরামত হয়েছে কি-না তা স্পষ্ট নয়, তবে দৈনন্দিন কার্যক্রম চলমান।

---

[6] দেওয়ান শরীফ খান ও মা জয়নাব বিবির মাজার ভাঙচুর [https://youtu.be/HJrx7XwaC-8?feature=shared]

[7] দরগা মাজার ভাঙচুরের কেন্দ্র করে প্রতিবাদ সভা
[https://www.facebook.com/sobuj.biessnesman/videos/670726715439334/?app=fbl]

৫. শাহ সুফি হযরত হকসাব শাহ (হক পাগলা) মাজার[৪]

(২০২৪ সালের ৫ আগস্টে, নরসিংদী জেলার দড়ীনবিপুর গ্রামে)

সার্বিক চিত্র: নরসিংদী জেলার দড়ীনবিপুর গ্রামে অবস্থিত শাহ সুফি হযরত হকসাব শাহ (হক পাগলা) মাজারে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পরপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো তালিকা, মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন এবং কিছু পত্রিকার প্রতিবেদনে এ অভিযোগ করা হয়। মাজারটি হক পাগলার বাড়িতেই অবস্থিত, যেখানে তার স্ত্রীও বসবাস করেন।

হামলার মূল কারণ: অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ তুলে হামলা চালানো হয় বলে দাবি।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলার কোনো ভিডিও বা দৃশ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: অভিযোগ মাজারবিদ্বেষী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। তাদের নির্দিষ্ট পরিচয় বা সংখ্যার উল্লেখ নেই।

প্রশাসনিক অবস্থান: স্থানীয় ও মাজারের খাদেমরা মাকামের প্রতিনিধিকে জানান, মাজার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে (হক পাগলার ভাই ফজলু শাহ) মামলা দায়ের করা হয়। এতে কয়েকজন গ্রেপ্তার হয় এবং মামলা বর্তমানে চলমান।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: বর্তমানে মাজারের দেখাশোনা করেন হক পাগলার স্ত্রী ও সন্তানরা। তারা অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং মাজারের কার্যক্রমকে ধর্মীয় বলে দাবি করেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: হক সাহেবের স্ত্রী বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মাকামের প্রতিনিধিকে জানান, হামলায় মাজারের স্থাপনা ও বাড়িতে ক্ষয়ক্ষতি হলেও বর্তমানে অবস্থা স্বাভাবিক। মাজারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

[৪] পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে [https://bddigest.news/news/28094/]

৬. হজরত হায়দার আলী ইয়ামেনী মাজার

(২০২৪ সালের ৬ আগস্ট, ঢাকার হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত)

হামলা পরবর্তীতে হজরত হায়দার আলী ইয়ামেনী মাজারের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: হজরত হায়দার আলী ইয়ামেনী মাজার ঢাকার হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত এবং নির্মাণাধীন অবস্থায় ছিল। ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরপরই এটি উগ্র গোষ্ঠীর দ্বারা ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের শিকার হয়। হামলার ছবি-ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে মুহাম্মদপুরের হজরত হায়দার শাহ বাবার মাজারে হামলার গুজব রটে, যা পরবর্তীতে মুফতি শামসুজ্জামান সুফিবাদীসহ[9] অনেকে অস্বীকার করেন এবং গুজব বলে নিন্দা করেন।

হামলার মূল কারণ: হামলার স্পষ্ট কারণ উল্লেখ নেই, তবে এটি আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরবর্তী অস্থিরতা এবং সুফি মাজারবিরোধী উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর কার্যকলাপের অংশ বলে অনুমান করা যায়।

ভিডিও বিশ্লেষণ[10]: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া হামলা পরবর্তী ভিডিওতে নির্মাণাধীন মাজারের বিভিন্ন দেয়াল এবং আশেপাশের স্থাপনা ভাঙচুর অবস্থায় দেখা যায়। অন্য ভিডিওতে টুপি-পাঞ্জাবি এবং শার্ট-প্যান্ট পরা কিছু কিশোর ও সদ্য যুবককে হামলার পর মালামাল লুট করতে দেখা যায়।

অভিযুক্ত হামলাকারী: মাজারের খাদেম ও স্থানীয়দের মতে, উগ্র 'জঙ্গি' গোষ্ঠী, যাদের মধ্যে কিশোর ও যুবকরা ছিল। বিস্তারিত পরিচয় বা নাম উল্লেখ নেই।

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসনের কোনো স্পষ্ট অবস্থান বা আইনি ব্যবস্থা নিয়ে তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। মাজার কর্তৃপক্ষ থেকে কোনো ধরনের জিডি বা মামলা দায়ের করা হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের সরাসরি বক্তব্য নেই, তবে সুফিবাদী নেতা মুফতি শামসুজ্জামান গুজব ছড়ানোর নিন্দা করেন এবং সঠিক তথ্য প্রচার করেন যে হামলা হাজারীবাগের ইয়ামেনী মাজারে হয়েছে, মুহাম্মদপুরের নয়।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার নির্মাণাধীন অবস্থায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়েছে। গুজবের কারণে বিভ্রান্তি ছড়ালেও পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে। ২০২৫ পর্যন্ত কোনো পুনর্নির্মাণ বা আর হামলার খবর নেই।

---

[9] মুফতি শামসুজ্জামান সুফিবাদী এর গুজব চিহ্নিত ফেসবুক পোস্ট।
[https://www.facebook.com/100004702156870/posts/pfbid02hsxn7dLAKhjHxnGSidCSHwA9t14Nw11H3pXwRaFfJcLuepBZm9kaVdFvVLhCGu8Pl/?app=fbl]

[10] হামলার ভিডিও ফুটেজ
[https://www.facebook.com/groups/2063877380423045/permalink/3391549090989194/?app=fbl]

৭. হজরত শাহ সুফি মেহেরুল্লাহ শাহ ওরফে শাহ ভালার দরবার শরিফ[11]

(৬-৭ আগস্ট রাতে, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কোষাঘাটায় মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত)

ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়া শাহ ভালা দরবার শরীফ। মাজারটি বুলডোজারের সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: হজরত শাহ সুফি মেহেরুল্লাহ শাহ ওরফে শাহ ভালার দরবার শরিফ (মাজার) চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কোষাঘাটায় মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক সুফি স্থাপনা। এটি প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো (১৭১৪ সালে নির্মিত), যা হজরত খানজাহান আলীর উত্তরসূরি হিসেবে পরিচিত শাহ ভালার স্মরণে নির্মাণ করা হয়। দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা শিরনি দিতে ও মানত শোধ করতে আসতেন। ৫ আগস্ট'র পরপরই (৬-৭ আগস্ট রাতে) এই দরবারে হামলা হয়। সম্পূর্ণ স্থাপনা (মাজার, কবর, খাদেমদের ঘর, রান্নাঘর, গেট) বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুড়িয়ে দেয়া হয়। টিন ও লোহার অ্যাঙ্গেল লুট হয়।

হামলার মূল কারণ: হামলার মূল কারণ মাজারকে 'শিরক ও বিদআত' হিসেবে বিবেচনা করা। আক্রমণকারীরা চরমোনাই পীরের অনুসারী ও ধর্মভিত্তিক অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত বলে অভিযোগ।

[11] ৩০০ বছরের দরবার শরিফ এখন ধ্বংসস্তূপ, হুমকি পাচ্ছেন খাদেম-ভক্তরা
[https://www.prothomalo.com/amp/story/bangladesh/district/4etjbmk9mq]

ভিডিও বিশ্লেষণ[12]: হামলার পরের ভিডিওতে দেখা যায়, মাজারটি বুলডোজার দিয়ে সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। উঁচু মাজার অংশ কবরস্থানের সাথে সমান করে ফেলা হয়। সংলগ্ন বড় গাছ কেটে ফেলা হয় এবং নতুন গাছের চারা রোপণ করা হয়। হামলা চুপিসারে ও রাতে করা হয়, যাতে প্রতিরোধ না যায়।

অভিযুক্ত হামলাকারী: খাদেম মসলেম আলী অভিযোগ করেন, চরমোনাই পীরের অনুসারী "সিরাজুল ইসলামের" নেতৃত্বে গ্রামের কিছু লোক হামলা চালায়। মহিউদ্দিন ফকির দাবি করেন, হামলাকারীরা মাজারবিদ্বেষী ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী। সিরাজুল ইসলামের পক্ষ থেকে অস্বীকার করা হয় (বয়স্ক হওয়ায় নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব নয় বলে দাবি)। হামলাকারীদের তালিকা তৈরি হয়েছে, কিন্তু ভয়ে অভিযোগ দায়ের হয়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা জানান, ভাঙচুরের বিষয়ে কেউ অভিযোগ করেনি। সরেজমিন খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে আশ্বাস দিলেও তার অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে কোনো ধরণের অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। এলাকাবাসীসহ দরবারের খাদেমরা ক্ষোভ প্রকাশ করলেও তারা এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট কোনো অবস্থান জানান দেননি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: এখনো পর্যন্ত দরবার শরিফ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। খাদেম ও ভক্তরা হুমকি-ধমকি পাচ্ছেন, অনেকে এলাকা ছেড়েছেন। পাহারা দেয়া হচ্ছে যাতে কেউ যেতে না পারে। পুনর্নির্মাণ বা অভিযোগ দায়েরের কোনো খবর নেই।

[12] শাহ্ চিশতি (শাহ ভালাই)-এর মাজার ও তৎসংলগ্ন স্থাপনা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। [https://www.facebook.com/fizerchoudhuryofficial/videos/1735903540576010/?app=fbl]

৮. আয়না দরগাহ মাজার[13]

(২৫ আগস্ট ২০২৪ রবিবার বিকেলে, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার সনমান্দি ইউনিয়নের পশ্চিম সনমান্দি গ্রামে)

হামলার ফলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত আয়না দরগাহ'র চিত্র। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার সনমান্দি ইউনিয়নের পশ্চিম সনমান্দি গ্রামে অবস্থিত আয়না দরগাহ নামের মাজার ২৫ আগস্ট ২০২৪ রবিবার বিকেলে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর দ্বারা সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেয়া হয়।[14] মাজারটি দীর্ঘদিন ধরে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ, অনৈতিক কার্যকলাপ এবং মাদকের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল বলে অভিযোগ। মাজারের পাশে মাদ্রাসা, কবরস্থান ও ঈদগাহ থাকা সত্ত্বেও অসামাজিক কাজ বন্ধ না হওয়ায় এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ একত্রিত হয়ে হামলা চালায়। কোনো হতাহতের খবর নেই।

হামলার মূল কারণ: মাজারে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অনৈতিক কার্যকলাপ, মাদক ব্যবসা, অশ্লীল গান-বাজনা এবং যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়। এলাকাবাসী একাধিকবার বাধা দিলেও কার্যকর না হওয়ায় বিক্ষোভ থেকে মাজার গুঁড়িয়ে দেয়া হয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ[15]: হামলার ভিডিওতে টুপি-পাঞ্জাবি পরিহিত লোকজনকে লোহার রড, হ্যামার নিয়ে দৌড়াতে ও ভাঙচুর করতে দেখা যায়। মাজার নির্মাণের দায়িত্বে থাকা একই ব্যক্তিকে হামলাকারীদের দলে দেখা যায়, যা এলাকাবাসীর মধ্যে প্রশ্ন তুলেছে। হামলাকারীরা বলেন, তারা মাজারের বিরুদ্ধে নয়, মাজারের নামে অপকর্মকারীদের বিরুদ্ধে।

অভিযুক্ত হামলাকারী: বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা জানান, যাদের মধ্যে সাদা টুপি-পাঞ্জাবি পরিহিত হেফাজত ইসলামের সমর্থক ও স্থানীয় কওমী মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রধান। তারা নিজেদের 'তৌহিদী জনতা' বলে দাবি করে।

---

[13] সোনারগাঁয়ে মাজার গুড়িয়ে দিলো এলাকাবাসী
[https://www.somoyerkonthosor.com/post/2024/08/25/66cb629fc5f47]

[14] সোনারগাঁয়ে মাজার গুড়িয়ে দিলো এলাকাবাসী Daily Inqilab
[https://dailyinqilab.com/bangladesh/news/681258]

[15] সোনারগাঁ উপজেলার সনমান্দী ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহী আয়না দরগা মাজার ভেঙে ফেলেন এলাকা বাসী।
[https://www.facebook.com/share/p/1L3tfiaedC/]

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসনের সরাসরি অবস্থান বা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেই। হামলার পর কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া যায়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের সরাসরি বক্তব্য উল্লেখ নেই। তবে অভিযোগ অনুসারে, তারা এলাকাবাসীর বাধা উপেক্ষা করে অসামাজিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে, কোনো স্থাপনা অবশিষ্ট নেই। এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। ২০২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো পুনর্নির্মাণ বা আইনি ব্যবস্থার খবর পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতি শান্ত, কিন্তু মাজার সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে।

৯. দেওয়ানবাগী পীরের আস্তানা[16]

(৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভোরে, নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার মদনপুর (দেওয়ান মনোহর খাঁর বাগ) এলাকায়)

দেওয়ানবাগী পীরের আস্তানায় ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। (ছবি: সংগৃহীত।)

সার্বিক চিত্র: নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার মদনপুর (দেওয়ান মনোহর খাঁর বাগ) এলাকায় অবস্থিত বিতর্কিত দেওয়ানবাগী পীরের আস্তানা বা দরবার শরিফ (বাবে জান্নাত দেওয়ানবাগ শরিফ)। এটি সূফী সম্রাট হিসেবে পরিচিত সৈয়দ মাহবুব-এ-খোদা দেওয়ানবাগী প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শাখা। ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভোরে/সকালে আশপাশের ৮-১০ গ্রামের কয়েক হাজার মুসল্লি মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হামলা চালায়। প্রথমে ভাঙচুর, লুটপাট, তারপর অগ্নিসংযোগ করা হয়।[17] স্থাপনা ভাঙাচুরা, কিছু অংশ পুড়ে যায়, মাজার (পীরের ছেলে ও ভাইয়ের) ভাঙচুর হয়। অন্তত ৪ জন আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা নিয়েছে। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার রাতে দরবারে পুলিশ মোতায়েন করা হয়, কিন্তু দেওয়ানবাগীর লোকজন উধাও হয়ে যায়। পীরের ধর্মীয় বক্তব্য নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্ক ও স্থানীয় ক্ষোভের প্রেক্ষাপটে এ হামলা ঘটে।[18]

হামলার মূল কারণ: দেওয়ানবাগী পীরের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে ইসলামবিরোধী বা অনৈসলামিক মনে করা। পীর মাহবুব-এ-খোদা প্রায় ৩০ বছর আগে ইসলাম নিয়ে বিতর্কিত বক্তব্য দিয়ে আলেম-ওলামা ও স্থানীয়দের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করেন। স্থানীয়রা তাকে 'ভন্ড পীর' বলে অভিহিত করে, আস্তানাকে 'অভিশাপ' মনে করে উৎখাত করতে চায়। বৃহস্পতিবার পীরের জন্মবার্ষিকী/ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনের প্রস্তুতি ট্রিগার হিসেবে কাজ করে; মসজিদের মুসল্লিরা বাধা দিলে সংঘর্ষ শুরু হয় এবং পরদিন হামলা চালানো হয়। দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও ধর্মীয় মতাদর্শের পার্থক্যই প্রধান কারণ।

---

[16] দেওয়ানবাগীর আস্তানায় ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ [https://www.facebook.com/100064863903674/posts/pfbid02964shhLq5tn8Lr6rF89Ae4dcNpM2J9b6TkUQnRx2Z9Yx462TcpkzzdY332ghzBn4l/?app=fbl]

[17] নারায়ণগঞ্জে দেওয়ানবাগীর মাজারে ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ [https://www.dailykaratoa.com/deshjure/article/100632/4938]

[18] নারায়ণগঞ্জে দেওয়ানবাগী পীরের দরবারে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ [https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/1itlghhxar]

ভিডিও বিশ্লেষণ[19]: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া হামলা পরবর্তী ভিডিওতে দরবার শরিফের নানা আস্তানা ভাঙচুর অবস্থায় দেখা যায়। ২টি টিনের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্থাপনায় অগ্নিসংযোগের দৃশ্য, ধোঁয়া ও ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। স্থাপনা ভাঙাচুরা, পোড়া অংশ এবং লুটপাটের চিহ্ন স্পষ্ট।

অভিযুক্ত হামলাকারী: আশপাশের ৮-১০ গ্রামের কয়েক হাজার স্থানীয় মুসল্লি ও জনতা (নিজেদের 'তৌহিদি জনতা' হিসেবে উল্লেখ করেন)। তারা মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। দেওয়ানবাগ জামে মসজিদের ইমাম মাসুম বিল্লাহসহ স্থানীয়রা জড়িত বলে ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রশাসনিক অবস্থান: পুলিশ (বন্দর থানার ওসি গোলাম মোস্তফা, ইন্সপেক্টর আবু বকর সিদ্দিক, এএসপি বিল্লাল হোসেন, পুলিশ সুপার প্রত্যুষ কুমার মজুমদার) ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিস আগুন নেভায়। এখনো পর্যন্ত কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি, তাই মামলা হয়নি। জড়িতদের চিহ্নিত করে তদন্ত ও ব্যবস্থা নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত করতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান[20]: আশেকে রসুল পরিষদের সাবেক সভাপতি আব্দুল কাদের ও ঢাকার দেওয়ানবাগ দরবার শরিফের আইন উপদেষ্টা আবদুল আজিজ খালিফা হামলার নিন্দা জানান। এটিকে 'কুচক্রী মৌলবাদীদের' কাজ বলে দাবি করেন। নিজস্ব জমিতে অনুষ্ঠান করার অধিকার আছে বলে জানান। প্রশাসন ও সরকারের সহায়তা চেয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়, কিন্তু তা বেশিদূর এগোয়নি। মাজার ভাঙচুরের বিষয়ে বলেন, প্রধান পীরের মাজার ঢাকায়; এখানে ছেলে ও ভাইয়ের মাজার ভাঙা হয়েছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নির্দিষ্ট আস্তানায় আর কোনো নতুন হামলার খবর নেই। দরবারের স্থাপনা ভাঙাচুরা ও পোড়া অবস্থায় রয়েছে। দেওয়ানবাগীর অনুসারীদের উপস্থিতি কম, কার্যক্রম সীমিত। কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই। সার্বিকভাবে দেওয়ানবাগ শরিফের অন্য শাখায়ও হামলা হয়েছে (যেমন ময়মনসিংহে), কিন্তু এটিতে পরিস্থিতি তুলনামূলক শান্ত। স্থানীয় ক্ষোভ অব্যাহত থাকায় বড় অনুষ্ঠানে ঝুঁকি রয়েছে।

---

[19] নারায়ণগঞ্জের বন্দরে দেওয়ানবাগ পীরের দরবারে হামলা ভাঙচুর | Rupali Bangladesh [https://www.facebook.com/ntvdigital/videos/831357248775812/?app=fbl]

[20] দেওয়ান শরীফে হামলা কেন? সংবাদ সম্মেলন [https://youtu.be/M2dEJyaJMsE?feature=shared]

১০. হজরত হোসেন আলী শাহের মাজার, লেংটার মাজার[21]

(১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার পূর্বাচল ১১ নম্বর সেক্টরে)

রূপগঞ্জে মাইকিং করে ভাঙা হলো মসজিদ ও লেংটার মাজার। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: হজরত হোসেন আলী শাহের মাজার, লেংটার মাজার নামে অধিক পরিচিত। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার পূর্বাচল ১১ নম্বর সেক্টরে অবস্থিত। এটি প্রায় ৮০ বছরের পুরনো একটি ঐতিহ্যবাহী মাজার। ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে মাইকিং করে লোক জড়ো করার পর ২০০-৩০০ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়।[22] তারা ভেকু (এক্সক্যাভেটর) দিয়ে মাজারের পাকা দালান, পিলার-দেয়াল, রান্নাঘর, আসনঘরসহ সকল স্থাপনা গুড়িয়ে দেয় এবং সংলগ্ন টিনশেড মসজিদ ও টিনের ঘরে অগ্নিসংযোগ করে। হামলায় মাজারে অবস্থানরত খাদেম ও ভক্তরা আহত হয়েছেন। হামলার পরদিন সকালে রূপগঞ্জ থানার ওসি লিয়াকত আলী ও র‍্যাব-১-এর কোম্পানি কমান্ডার তরিকুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।[23]

হামলার মূল কারণ: স্পষ্ট কারণ উল্লেখ নেই, তবে এটি ২০২৪-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে দেশব্যাপী মাজার হামলার অংশ, যেখানে সুফি অনুশীলনকে ইসলাম-বিরোধী বা শিরক হিসেবে বিবেচনা করে মাইকিংয়ের মাধ্যমে 'তৌহিদি জনতা'কে জড়ো করে হামলা চালানো হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ধর্মীয় উগ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভাব্য কারণ।

---

[21] মাইকিং করে গুড়িয়ে দেয়া হলো লেংটার মাজার
নিজস্ব প্রতিনিধি, রূপগঞ্জ
[https://ekattor.tv/country/dhaka/69458/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%BE-%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%82%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0]

[22] পূর্বাচলে ৮০ বছরের পুরনো মসজিদে আগুন হযরত হোসেন আলী শাহ্ ল্যাংটার মাজারে হামলা চালিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা [https://daily-destiny.com/?p=48192]

[23] রূপগঞ্জে মাইকিং করে ভাঙা হলো মসজিদ ও লেংটার মাজার [https://dbcnews.tv/articles/137663]

ভিডিও বিশ্লেষণ[24]: হামলা পরবর্তী ভিডিওতে[25] দেখা যায়, মাজারের পাকা দালানগুলো ভেকু দিয়ে দেড় ঘণ্টার তাণ্ডবে পিলার, দেয়ালসহ বিভিন্ন অংশ ভেঙে মাটিতে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। মাজার সংলগ্ন রান্নাঘর, আসনঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনায় ভাঙচুর করা হয়েছে। আশেপাশের বেশ কিছু টিনের ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ইন্টারভিউতে জানা যায়, হামলা চলাকালীন খাদেম ও ভক্তরা আহত হয়েছেন। শুরুতে অল্প লোক হামলা করলেও মাইকিংয়ের মাধ্যমে তা কয়েক হাজারে পরিণত হয়।

অভিযুক্ত হামলাকারী: দুর্বৃত্ত বা অজ্ঞাতপরিচয় ২০০-৩০০ জন ব্যক্তি, যারা মাইকিং করে জড়ো হয়ে দেশীয় অস্ত্র ও ভেকু নিয়ে হামলা চালায়। পুলিশের মতে, কাউকে এখনো চিহ্নিত করা যায়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: হামলার তাৎক্ষণিক সময়ে রূপগঞ্জ থানার ওসি লিয়াকত আলী বলেন, রাতে দুর্বৃত্তরা হামলা, ভাঙচুর ও মসজিদে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। র‍্যাব-১-এর কোম্পানি কমান্ডার তরিকুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছিলেন। জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হলেও মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের খাদেম জাকির হোসেন বলেন, রাত সাড়ে ১২টার দিকে ২০০-৩০০ জন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করে ভেকু দিয়ে মাজার ভেঙে ফেলে এবং টিনশেড মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়। এক ভক্ত জানান, মাইকিংয়ের মাধ্যমে সহায়তা চেয়েও কাজ হয়নি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার ও সংলগ্ন মসজিদসহ স্থাপনা সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মাজারে আর কোনো হামলার খবর নেই, তবে দেশব্যাপী মাজার হামলার প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তাহীনতা অব্যাহত। কোনো পুনর্নির্মাণ বা মামলার অগ্রগতির খবর পাওয়া যায়নি।

---

[24] ৮০ বছরের মাজার ভাঙচুর, News 24 [https://www.facebook.com/share/v/1QQu5v6c5v/]

[25] ভাঙচুর পরবর্তী ভিডিও ফুটেজ
[https://www.facebook.com/100090203523419/videos/1055279379330660/?app=fbl]

১১. উদাম শাহ মাজার[26]

(১০ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪, নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলায়)

চিত্রে প্রথম অংশে হামলার পরবর্তী দৃশ্য এবং দ্বিতীয় অংশে হামলার পূর্বে মূল মাজার দৃশ্যমান। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলায় অবস্থিত উদাম শাহ মাজার ও আস্তানায় (তাজুল ইসলাম ওরফে উদাম শাহের আস্তানা) হামলা চালানো হয়। হামলায় ৩০ বছরের পুরাতন হাছেন আলীর কবরের উপর তৈরি মাজারের কাঠামো ভাঙচুর করা হয়,[27] লাল গামছা ও সাজসজ্জা তছনছ করা হয় এবং পাশের টিনশেড আস্তানা সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা হয়। ঘটনাস্থলে আগরবাতি, ভাঙা মাটির কলস ও শুকনো ফুল ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় পাওয়া যায়।

হামলার মূল কারণ: স্থানীয়দের মতে, মৃত ব্যক্তির কবরকে মাজার বানিয়ে 'ভণ্ডামি ও ধর্ম ব্যবসা'র অভিযোগে হামলা চালানো হয়। অভিযুক্ত তাজুল ইসলাম ওরফে উদাম শাহ অন্য একটি মাজার থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে এসে আস্তানা গেড়ে সাধারণ মানুষকে পানি পড়া দিচ্ছিলেন, যা স্থানীয় যুবকদের ক্ষুব্ধ করে তোলে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলার কোনো ভিডিও ও ছবি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: অভিযুক্তরা হলেন স্থানীয় যুবক ও সচেতন মহলের লোকজন। তাদের নির্দিষ্ট পরিচয় বা সংখ্যার খবর পাওয়া যায়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: বেলাব থানার ওসি মো. ফখরুউদ্দীন ভূঁইয়া বিষয়টিকে রাতারাতি মাজার বানানো 'ভণ্ডামি' হিসেবে দেখেছেন। তবে ঘটনায় থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি, ফলে কোনো আইনি পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: তাজুল ইসলাম ওরফে উদাম শাহ দাবি করেছেন যে, তিনি অন্যায়ভাবে হামলার শিকার হয়েছেন। তারা মাজার ও আস্তানাকে ধর্মীয় কার্যক্রম হিসেবে দেখেন এবং ভণ্ডামির অভিযোগ অস্বীকার করেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: উদাম শাহের আস্তানা সম্পূর্ণ ভেঙে দেয়া হয়েছে। স্থানীয় সচেতন মহল এটিকে 'ধর্মব্যবসা' বন্ধের পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। অন্যদিকে উদাম শাহ নিজেকে অন্যায়ের শিকার বলে দাবি করছেন। কোনো অভিযোগ না থাকায় পরিস্থিতি স্থিতিশীল।

---

[26] মাজার ভেঙে ফেললো যুবকরা [https://www.risingbd.com/bangladesh/news/334768]

[27] আমাদের সময় [https://www.dainikamadershomoy.com/details/0191e273383e5]

১২. বুচাই পাগলার মাজার[28]

(১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে, ঢাকার ধামরাই উপজেলার সানোড়া ইউনিয়নের বাটুলিয়া এলাকায় কালামপুর-সাটুরিয়া আঞ্চলিক সড়কের পাশে)

হামলার পর সামনের সড়ক থেকে বুচাই পাগলার মাজারের দৃশ্য। (ছবি: সংগৃহীত)

হামলার ফলে এভাবেই ধ্বসে পড়ে টিনশেডের প্রশাসনিক অফিস। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: বুচাই পাগলার মাজার (আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে পরিচিত) ঢাকার ধামরাই উপজেলার সানোড়া ইউনিয়নের বাটুলিয়া এলাকায় কালামপুর-সাটুরিয়া আঞ্চলিক সড়কের পাশে অবস্থিত। বুচাই পাগলা (মৃত্যু ২০০০ সালে সড়ক দুর্ঘটনায়) কিশোর বয়সে মানসিক ভারসাম্য হারালেও আধ্যাত্মিক গুণের জন্য ভক্ত-অনুসারী তৈরি হয়; তাঁর কবর ঘিরে মাজার গড়ে ওঠে। প্রতিবছর ওরস ও মাসব্যাপী মেলা হয়, বাউলগানসহ অনুষ্ঠান থাকে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ৫০০'র বেশি লোক[29] (আশপাশের মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, ইমাম, আলেম-ওলামাসহ) ভেকু দিয়ে মাজার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়, প্রশাসনিক ঘর, ভক্তদের থাকার ঘর ভাঙচুর করে এবং অতিথি ভবনের কক্ষে অগ্নিসংযোগ করে। প্রায় দুই ঘণ্টা তাণ্ডব চলে; বেলা আড়াইটায় সেনাবাহিনী ও প্রশাসন এসে নিয়ন্ত্রণ করে। মাজারের দানের টাকায় মসজিদ পরিচালনা, মাদ্রাসায় সহায়তা ও অসহায়দের সাহায্য করা হতো।[30]

---

[28] জেলা ধামরাইয়ে বুচাই পাগলার মাজার ভাঙচুর, ভবনে অগ্নিসংযোগ প্রথম আলো [https://www.prothomalo.com/amp/story/bangladesh/district/qzpayr9lsh]

[29] ধামরাইয়ে বুচাই পাগলার মাজারে হামলা-ভাঙচুর [https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-613446]

[30] গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো ল্যাংটা ও বুচাই চান পাগলার মাজার [https://www.kalbela.com/country-news/120344]

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীরা দাবি করেন, মাজারে 'শিরক-বেদাতি' কাজকর্ম, ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড, মাদক সেবন (গাঁজা) ও অনৈতিক কাজের আখড়া। মেলায় গানবাজনা ও মাদকের অভিযোগ। মাওলানা মনিরুল ইসলাম ও আবুল কাশেমের মতো স্থানীয় নেতারা এটিকে 'বেদাতি কাজ বন্ধ' ও 'তৌহিদি জনতার' পদক্ষেপ বলে দাবি করেন। মাজার সংশ্লিষ্টদের দাবি: শরিয়াহবিরোধী কাজ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল, মাদক নিষিদ্ধ, সিজদা দেয়া বারণ; হামলাকারীদের অভিযোগ ভুল ধারণা থেকে উদ্ভূত।

ভিডিও বিশ্লেষণ[31]: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, টুপি-পাঞ্জাবী পরিহিত বিভিন্ন বয়সী লোক লাঠি, হ্যামার নিয়ে সরঞ্জাম ভাঙচুর করছে; ভেকু দিয়ে মূল ভবন গুঁড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। তিনটি গম্বুজের মধ্যে তিনটি ভাঙা, সীমানা দেয়াল, টিনের কক্ষ ধ্বংস; মালপত্র লুট। হামলার সময় যে-সকল স্লোগান দেয়া হয়েছে: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার', 'ভন্ডদের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও', 'দেশে কোনো মাজার থাকবে না'।[32] কালো রঙে কালেমা লেখা পতাকাবাহী ব্যক্তিও ছিল। অধিকাংশ হামলাকারী কওমী মাদ্রাসা থেকে আগত বলে দাবি করা হয়।[33]

অভিযুক্ত হামলাকারী: আশপাশের মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, মসজিদের ইমাম (যেমন কুশুরা দক্ষিণ কান্টাহাটি মসজিদের মাওলানা মনিরুল ইসলাম), আলেম-ওলামা (ধামরাই ওলামা পরিষদ, ইমাম পরিষদ, কালামপুর আঞ্চলিক ইমাম পরিষদ)। সমন্বয়ক আবুল কাশেমসহ 'তৌহিদি জনতা'। স্থানীয়রা দাবি করেন, বহিরাগত, স্থানীয় জামাত-শিবির ও কওমীরা জড়িত।

প্রশাসনিক অবস্থান[34]: হামলার খবরাখবর শুনে সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রশান্ত বৈদ্য: ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। হামলাকারীদের দাবি শুনে ইউএনওর সাথে বৈঠকের প্রতিশ্রুতির কথা বুঝিয়ে সরিয়ে দেয়া হয়। সেনাবাহিনী ও পুলিশ উপস্থিত থাকলেও হামলাকারীদের কর্মকাণ্ডে বাঁধা দিতে পারেনি। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাথমিকভাবে কোনো মামলা দায়ের হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: খাদেম মো. দেলোয়ার হোসেন ও কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. দেলোয়ার হোসেন দুলাল বলেন, মাজার ভাঙা ঠিক হয়নি, শরিয়াহবিরোধী কাজ হয়নি, সিজদা নিষিদ্ধ ছিল; দানের টাকা কল্যাণে ব্যয় করা হতো। ভুল ধারণা থেকে হামলা হয়েছে। মসজিদের ইমাম সোহেল মাহমুদ বলেন, এটি ইসলামবিরোধী কাজ। স্থানীয় বাসিন্দারা (তারা মিয়া, জাহাঙ্গীর আলম) বলেন, মাজার ভাঙা অন্যায়, অভিযোগ থাকলে প্রশাসনে জানানো যেত।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত। কবর, প্রাচীর, গম্বুজ, প্রশাসনিক ঘর গুঁড়িয়ে দেয়া; অতিথি ভবনে আগুন, আসবাবপত্র পোড়ানো। এলাকায় ক্ষোভ, ভক্তরা দুঃখ প্রকাশ করেন। ২৬ জানুয়ারি ২০২৫-এ ঢাকার ধামরাই আমলি আদালত (সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুনাইদ) প্রথম আলোর প্রতিবেদন আমলে নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ধামরাই থানার ওসিকে নিয়মিত মামলা রুজুর নির্দেশ দেন (পেনাল কোডের বিভিন্ন ধারায়) এবং পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেন।[35] ২০২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মামলার তদন্ত চলমান, কোনো গ্রেপ্তার বা পুনর্নির্মাণের খবর নেই।

---

[31] ধামরাই বুচাই পাগলা মাজার শরীফের ডেকু দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। /Raziul Karim [https://www.facebook.com/share/r/1HkxTpe8nF/]

[32] মাজার ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ https://youtu.be/dxU16Eu3lpI?feature=shared

[33] বুচাই পাগলা মাজার হামলার ফুটেজ [https://www.facebook.com/share/v/1AYiLmr3k8/]

[34] ধামরাইয়ে মাজার ভাঙচুরের ঘটনায় ওসিকে মামলার নির্দেশ আদালতের [https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/5qzyv2f6yaa]

[35] ধামরাইয়ে মাজার ভাঙচুরের ঘটনা পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ [https://www.risingbd.com/amp/news/592204]

১৩. আলীম উদ্দিন চিশতিয়া (রঃ)[36]

(২০২৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রাতে, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার ভুলতা বাজারের কাছে পোনাবো এলাকায়)

হামলা পরবর্তী মাজারের ধ্বংসাবশেষের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য। (ছবি: সংগৃহীত)

হামলা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্থ মাজারের বহিরাঙ্গনের দৃশ্য। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার ভুলতা বাজারের কাছে পোনাবো এলাকায় অবস্থিত আলীম উদ্দিন চিশতিয়ার মাজার (শ্রীপুর দরবার শরীফ নামেও পরিচিত)। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে এখানে বাৎসরিক উরসসহ প্রতি বৃহস্পতি-শুক্রবার ভক্তদের মিলনমেলা এবং সাপ্তাহিক মাহফিলে বিশিষ্ট বাউল শিল্পীদের অংশগ্রহণে আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান চলে আসছিল। ২০২৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রাতে দুর্বৃত্তরা সংঘবদ্ধভাবে মাজারটি ভাঙচুর করে। এরপর থেকে মাজার কমপ্লেক্স তালাবদ্ধ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে; খাদেম, ইমাম ও ভক্তরা নিরাপত্তার আশঙ্কায় নিরুদ্দেশ।

হামলার মূল কারণ: সরেজমিনে যাচাই করে হামলা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কারণ উদ্ধার সম্ভব হয়নি। তবে, অন্যান্য হামলার মতো এখানেই ধর্মীয় মতবিরোধই প্রধান কারণ বলে অনুমান করা যায়।

ভিডিও বিশ্লেষণ[37]: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া হামলা-পরবর্তী ভিডিওতে মাজারের ভাঙচুর, আশেপাশের পাকা কবর ভাঙা অবস্থা এবং মাজারের গিলাফ ও পাগড়ী বাইরে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মাজার লাগোয়া মসজিদেও ভাঙচুরের চিহ্ন রয়েছে এবং সামগ্রিক ধ্বংসাবশেষ স্পষ্ট।

---

[36] মাজারের মৌন আর্তনাদ [https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331]

[37] ভুলতা গাউসিয়া (রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ) বাবা আলিম উদ্দিন চিশতির মাজার হামলা / Syed tarik https://www.facebook.com/share/v/19i4yLBgEA/]

অভিযুক্ত হামলাকারী: অজ্ঞাত পরিচয়ে সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্ত। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ নেই।

প্রশাসনিক অবস্থান: স্থানীয় প্রশাসন বা পুলিশের সুনির্দিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে সর্বশেষ পরিদর্শনে (জানুয়ারি ২০২৫) মাজার অঙ্গনে কাউকে পাওয়া যায়নি, এটি নিরাপত্তাহীনতার ইঙ্গিত বহন করে।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য-বিবৃতি নেই। দেশব্যাপী মাজার হামলার প্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী সরকার জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে এবং কিছু ঘটনায় মামলা হয়েছে, তবে এ নির্দিষ্ট ঘটনায় বিস্তারিত নেই।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত মাজারটি তালাবদ্ধ ও পরিত্যক্ত ছিল। ভেতরের মসজিদে ভাঙচুরের চিহ্ন, প্রাক্তন খাদেম আব্দুল হকের সমাধির কাঠামো বিধ্বস্ত ও ভক্তনিবাস খালি ছিল। খাদেম, ইমাম ও ভক্তরা পুনরায় হামলার আশঙ্কায় ফিরছেন না। সরেজমিন পরিদর্শনে (অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৪ ও জানুয়ারি ২০২৫) কথা বলার মতো কাউকে পাওয়া যায়নি। এক তরুণ ভক্ত (বাহাউদ্দিন নকশবন্দি) জানিয়েছেন, নিরাপত্তাহীনতায় কেউ আসছেন না।

১৪. শাহ সূফি ফসিহ পাগলার মাজার[38]

(২০২৪ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেল ৩টার দিকে, গাজীপুর মহানগরের পোড়াবাড়ি এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে)

হামলা পরবর্তী মাজার গেইট ও বাইরের দৃশ্য।

হামলার শিকার মূল ভবন ও খাদেমদের ঘর।

মাজার ও খাদেমদের ঘরের আসবাবপত্র পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: গাজীপুর মহানগরের পোড়াবাড়ি এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে অবস্থিত শাহ সূফি ফসিহ উদ্দীন ওরফে ফসিহ পাগলার মাজার আশির দশকে গড়ে ওঠে। ফসিহ পাগলা নামে এক বয়োবৃদ্ধ লোকের কুটির থেকে শুরু হয়ে এটি ভক্তদের দানে পরিচালিত হয়, যেখানে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তরা এসে মানত পূরণ করতেন, শিরনির আয়োজন করতেন এবং দান করতেন।[39] মাজার চত্বরে হাফিজিয়া মাদ্রাসা, এতিমখানা, দাখিল মাদ্রাসা, উচ্চ বিদ্যালয় ও মসজিদ গড়ে ওঠে, যা ভক্তদের দানের টাকায় পরিচালিত হতো। ২০২৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেল ৩টার দিকে জুমার নামাজের পর কয়েকশ' মুসল্লি ভাড়া করা বুলডোজার, লাঠি-শাবল-রড নিয়ে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে হামলা চালায়।[40] প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সীমানা প্রাচীর, খাদেমের ঘর, মূল ভবন গুঁড়িয়ে দিয়ে

[38] গাজীপুরে মাজারে ভাংঙুর-অগ্নিসংযোগ [https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news-613846]

[39] গাজীপুরে 'ফসিহ পাগলা'র মাজার ভাঙচুর-লুটপাট-অগ্নিসংযোগ [https://www.khaborerkagoj.com/country/828757]

[40] গাজীপুর সালালা পোড়াবাড়ি,, ফছি পাগলার মাজার ভাঙ্গচুর ও অগ্নিসংযোগ।। https://www.facebook.com/share/v/17x5xA5CY2/

অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে। খাদেম মনু মিয়াসহ কয়েকজন আহত হন। এতিমখানা বন্ধের ঝুঁকিতে পড়ে। হামলার পর টঙ্গীতে মানববন্ধন[41] ও প্রতিবাদ হয়, সুফি ঘরানার ব্যক্তিবর্গ জিয়ারত করে মোনাজাত করেন।[42]

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীদের অভিযোগ, মাজারে ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড, মাদকের আসর, চাঁদাবাজি, অসামাজিক কাজ, জুয়া, গান-বাজনা ও গাঁজা সেবন হয়; প্রতিবছর ওরসে মেলা বসে এবং মাজারের নামে ব্যবসা চলে। তারা মাজারকে 'শিরক' ও 'ভণ্ডদের আস্তানা' বলে ধ্বংস করার দাবি তোলে। মাজার কর্তৃপক্ষ ও ভক্তদের দাবি: মাদক নিষিদ্ধ, দানের টাকায় অসহায়দের সহায়তা, মসজিদ-মাদ্রাসা ও এতিমখানা চলে; কোনো শরীয়তবিরোধী কাজ হয় না।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, হামলাকারীরা "ভণ্ডদের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও, পুরিয়ে দাও" ও "লিল্লাহি তাকবির আল্লাহু আকবর" স্লোগান[43] দিয়ে তালাবদ্ধ সদর দরজায় হামলা করে ভাঙে। দানবাক্স ভেঙে টাকা নিয়ে যায়। হামলা-পরবর্তী ভিডিওতে সেনাবাহিনী ও rab এর টহল দেখা যায়। হামলার দিন রাতেও কিছু ভক্ত মোমবাতি জ্বালাতে আসেন। এক স্থানীয় জানান, ৮টি ঘর পোড়ানো হয়েছে এবং লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট-ধ্বংস হয়েছে। কবর খননের চেষ্টা করা হয় কাফনের কাপড় দেখা পর্যন্ত। লাশ তুলে নেয়ারও হুমকি দেয়া হয় কিন্তু ভক্তদের বাধায় ব্যর্থ হয়।[44]

অভিযুক্ত হামলাকারী: স্থানীয় বিভিন্ন মসজিদের কয়েকশ' মুসল্লি, মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও ইমামসহ একদল লোক; পোড়াবাড়ি, সালনা, জোলারপাড়, ভাওরাইদসহ আশপাশের এলাকা থেকে জড়ো হয়। তারা 'ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড ও মাদকের' অভিযোগ তুলে হামলা চালায়। ফসিহ পাগলার নাতি মাসুদ কামালের অভিযোগ, বিএনপির কিছু ব্যক্তি (সবদুল, গিয়াস পলান, মকবুল ডাক্তার) হামলায় জড়িত, আগস্ট থেকে লুটপাট শুরু হয়। নির্দিষ্ট গ্রেপ্তার বা মামলার বিস্তারিত তথ্য নেই।

প্রশাসনিক অবস্থান: হামলা চলাকালীন পুলিশ সকাল থেকে নিরাপত্তায় মোতায়েন ছিল কিন্তু বিপুল সংখ্যক মুসল্লির সামনে ব্যর্থ হয়; বারবার না ভাঙতে অনুরোধ করলেও শোনেনি। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাসদস্যরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সদর থানার ওসি মুস্তাফিজুর রহমান ও সহকারী কমিশনার মাকসুদুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। পুলিশ কমিশনার খোন্দকার রফিকুল ইসলাম বলেন, পুলিশ বাধা দিতে চেয়েছে কিন্তু পারেনি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের প্রধান কবীর বলেন, সব ধ্বংস হয়ে গেছে, তারা চলে যাচ্ছেন। ভক্তরা সরকারের কাছ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস পেলে মাজার পুনর্নির্মাণ করতে চান।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত (ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন অনুসারে) মাজারটি ধ্বংসাবশেষ অবস্থায় রয়েছে, পুনর্নির্মাণ বা সক্রিয়তার কোনো খবর নেই। দেশব্যাপী মাজার হামলার তরঙ্গে এটি অন্তর্ভুক্ত, যেখানে ভক্ত ও খাদেমরা এখনও আতঙ্কে রয়েছেন। এতিমখানা বন্ধের ঝুঁকিতে, ভক্তরা দূর থেকে প্রতিবাদ ও জিয়ারত করেছেন কিন্তু নিয়মিত কার্যক্রম বন্ধ। ২০২৫'র ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মাজারের পুনর্নির্মাণ বা অন্য কোনো ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

---

[41] ফসিহ পাগলা মাজারে মানববন্ধন https://www.facebook.com/share/v/169DxagnKU/

[42] গাজীপুরে ফসিহ পাগলার মাজারে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ
https://www.ajkerpatrika.com/bangladesh/dhaka/ajplm0ig3kijg

[43] ইন্টারভিউ - ফসিহ পাগলা মাজার শেষ [https://www.facebook.com/share/v/1KyJQNiqvh/]

[44] গাজীপুরে শাহ সুফি ফসিহ পাগলা মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগ/ ইত্তেফাক
https://www.facebook.com/share/v/1EnheZamVF/

১৫. ফকির করিম শাহ মাজার/ আরশেদ পাগলার মাজার[45]

(১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ শুক্রবার জুমার নামাজের পর, শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার বিলাশপুর ইউনিয়নের মেহের আলী মাদবরকান্দি গ্রামে)

আরশেদ পাগলার মাজার ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করাকালীন দৃশ্য। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার বিলাশপুর ইউনিয়নের মেহের আলী মাদবরকান্দি গ্রামে (শফি কাজীর মোড়) অবস্থিত ফকির করিম শাহ মাজার (স্থানীয়ভাবে আরশেদ পাগলার মাজার নামে পরিচিত) ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ শুক্রবার জুমার নামাজের পর হামলায় ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের শিকার হয়। মাজারটি ১৫ বছর আগে আরশেদ মোল্লা চিশতিয়া নুরুল্লাহপুরের ভক্ত হিসেবে গড়ে তোলেন।[46] প্রতিবছর ভাদ্র ও মাঘ মাসে ওরস হয়, দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন। হামলায় সাত-আটশত লোক অংশ নেয়। মাজারের স্থাপনা, রওজা শরীফ, গিলাফ, পাগড়ি, রান্নাঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। কোনো হতাহতের খবর নেই। পুলিশ ও সেনাবাহিনী দুপুর ৩টার দিকে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।[47]

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীরা মাজারে আরশেদ মোল্লাকে সিজদা দেয়া এবং ‘শিরক-বেদাতি’ কর্মকাণ্ড হয় বলে অভিযোগ করেন। ওরস মেলায় গান-বাজনা ও মাদক সেবনের অভিযোগও রয়েছে। এটি দীর্ঘদিনের ক্ষোভ থেকে উদ্ভূত।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া হামলা চলাকালীন ভিডিওতে ‘নারায়ে তাকবির - আল্লাহু আকবর’, ‘জ্বালিয়ে দাও - পুড়িয়ে দাও’ স্লোগানে মুখরিত[48] টুপি-পাঞ্জাবি-জুব্বা পরিহিত বিভিন্ন বয়সের তরুণ যুবকদের হামলায় অংশ নিতে দেখা যায়। তাদের হাতে লাঠি, লোহার রড, হ্যামার। মাজারের অভ্যন্তরীণ আসবাবপত্র বাইরে ছুড়ে ফেলে ভাঙচুর করা হয়, রওজা শরীফ, গিলাফ, পাগড়িতে আগুন দেয়া হয়। আশেপাশের টিনের ঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। হাজারখানেক লোক স্লোগান দিতে দিতে ধ্বংস উদযাপন করে।[49]

---

[45] আরশেদ পাগলার মাজার ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ https://www.desh.tv/country-news/44934

[46] ভাঙচুর শেষে আরশেদ পাগলার মাজারে অগ্নিসংযোগ https://www.dhakapost.com/country/306740

[47] শরীয়তপুরে মাজার ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, এসপির সভা
https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/l3p12rpbsx

[48] অগ্নিসংযোগ ও স্লোগান https://www.facebook.com/share/v/1949YewvZK/

[49] শরীয়তপুরে আরশেদ পাগলার মাজারে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ | সারাদেশে মাজার ভাঙ্গার উৎসব
https://www.facebook.com/Sobarkothanews/videos/1021854596150536/?app=fbl

অভিযুক্ত হামলাকারী: স্থানীয় ‘তৌহিদী জনতা’ এবং ‘জামাতপন্থী’ ব্যক্তিরা, যারা জুমার নামাজের পর সাত-আটশত লোক জড়ো হয়ে হামলা চালায়। স্থানীয়রা তাদের ‘জামাতপন্থী’ বলে দাবি করেন।

প্রশাসনিক অবস্থান: জাজিরা থানার ওসি হাফিজুর রহমান খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। হামলার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত সব স্বাভাবিক রয়েছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী দুপুর ৩টার দিকে এসে হামলা বন্ধ করে। কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারের উল্লেখ নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান[50]: মাজার কর্তৃপক্ষের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে মাজার সংশ্লিষ্টরা দাবি করেন, মাজারে শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ হতো না, মাদক নিষিদ্ধ ছিল। হামলার ঘটনায় তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। স্থানীয় একজন (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেন, মাদক বন্ধ করা যেত, কিন্তু মাজার ভাঙা ঠিক হয়নি। বিলাশপুর ইউপি সদস্য জামাল খান বলেন, অতর্কিত হামলা চালানো হয়েছে, বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি, পুলিশ-সেনাবাহিনী এলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের পর স্থাপনা পোড়া ও গুঁড়িয়ে দেয়া। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে, কিন্তু ওরস ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান বন্ধ। ২০২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো পুনর্নির্মাণ বা আইনি ব্যবস্থার খবর নেই। ভক্তরা ক্ষোভে এবং নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন।

[50] জাজিরায় আরশেদ পাগলার মাজারে ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ https://www.risingbd.com/amp/news/572886

১৬. সৈয়দ আবু মোহাম্মদ মঞ্জুরুল হামিদ মাজার (গাউছিয়া দরবার শরীফ)[51]

(১৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ সোমবার, কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলার ছয়সূতী ইউনিয়নের প্রথাবনাথ বাজার সংলগ্ন)

জশনে জুলুসের কেন্দ্র করে মাজার ভাংচুর করার পরবর্তী দৃশ্য এবং নিহত মীর আরিফ মিলন। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলার ছয়সূতী ইউনিয়নের প্রথাবনাথ বাজার সংলগ্ন সৈয়দ আবু মোহাম্মদ মঞ্জুরুল হামিদ (রহ.) মাজার (গাউছিয়া দরবার শরীফ) ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সোমবার ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে জশনে জুলুস মিছিলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের শিকার হয়। সংঘর্ষে মসজিদ (ছয়সূতী বাসস্ট্যান্ড কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ) ভাঙচুর হয়, মাজারের টিনের ঘর ভাঙচুর করা হয়। খাদেম মো. রইছ মিয়া ও মো. সেলিম মিয়াকে মারধর করা হয়। এ ঘটনায় ১ জন নিহত (মীর আরিফ মিলন, ৫২, বিএনপি নেতা) এবং অন্তত ৫০ জন আহত হন।[52] পাল্টা হামলায় প্রথাবনাথ বাজারের কয়েকটি দোকান ও বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট হয়। পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এটি স্থানীয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং ইমাম-উলামা পরিষদের মধ্যে দীর্ঘদিনের উত্তেজনার ফল বলে জানা গেছে।

হামলার মূল কারণ: মাওলানা গিয়াস উদ্দিন আত-তাহেরীর ওয়াজ মাহফিলে অংশগ্রহণ এবং জশনে জুলুসকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের বিরোধ। ইমাম-উলামা পরিষদ জুলুসকে 'বেদাতি' মনে করে প্রশাসনের কাছে মাওলানা তাহেরীকে নিষিদ্ধ করার দাবি করে। প্রশাসনের বাঁধা উপেক্ষা করে জুলুস মিছিল মসজিদের সামনে এলে হামলা শুরু হয়। এটি ধর্মীয় মতাদর্শিক দ্বন্দ্বের ফল।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবি ও ভিডিওতে দোতলা মসজিদের জানালা ও আসবাবপত্র ভাঙচুর অবস্থায় দেখা যায়। আশেপাশের টিনের আবৃত মাজার ভাঙচুর করা হয়েছে। নিহত মিলনের ছবি এবং তাৎক্ষণিক সংঘর্ষের পরিস্থিতি ছড়িয়ে পড়ে।

---

[51] কিশোরগঞ্জে জশনে জুলুসের মধ্যে সংঘর্ষ, নিহত https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/7393c40a2df5]

[52] দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত আহত ৫০ https://www.bd-pratidin.com/last-page/2024/09/18/1029464

অভিযুক্ত হামলাকারী: দুই পক্ষই একে অপরকে দায়ী করে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের জুলুস মিছিল থেকে মসজিদে হামলা এবং পরে ইমাম-উলামা পরিষদের পক্ষ থেকে মাজার ও দোকানে হামলা। ইমাম-উলামা পরিষদ জুলুসকারীদের 'উগ্রপন্থি বেদাতি' বলে অভিহিত করে, অন্যপক্ষ তাদের 'উগ্রপন্থি' বলে। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি চিহ্নিত হয়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান[53]: কুলিয়ারচর থানার ওসি সারোয়ার জাহান সংবাদমাধ্যমকে বলেন, দুই পক্ষের সংঘর্ষে মসজিদ ভাঙচুর করে, পরে পাল্টা হামলা করে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। সহকারী পুলিশ সুপার দেলোয়ার হোসেন খানসহ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান। কোনো মামলা হয়নি, কেউ আটক হয়নি। প্রশাসন উভয় পক্ষের অনুষ্ঠানে বাঁধা দিয়েছিল কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের খাদেম সৈয়দ ফয়জুল আল আমিন বলেন, তাহেরীর ওয়াজে বাধা দেয়া সত্ত্বেও প্রশাসনের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া হয়েছিল, কিন্তু উগ্রপন্থিরা মাজারে হামলা চালিয়েছে। মাজার ঘর ভাঙচুর, খাদেমদের মারধর করা হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষ থেকে হামলার নিন্দা এবং প্রতিবাদ করা হয়েছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারের টিনের ঘর ভাঙচুর ও ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। মসজিদও ভাঙচুর হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে, কিন্তু উত্তেজনা অব্যাহত আছে। ইমাম-উলামা পরিষদ প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভের ঘোষণা দিয়েছে, তাহেরীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। কোনো মামলা বা গ্রেপ্তার না হওয়ায় অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ চলছে। ২০২৫ পর্যন্ত এ ঘটনার অন্য কোনো অগ্রগতির খবর পাওয়া যায়নি।

[53] ঈদ-ই-মিল্লাদুন্নাবি কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সং'ঘ'র্ষে নিহত ১, আহত ৫০
https://www.facebook.com/100063755836069/posts/pfbid02E3BkKLDXqu2p3cp5hYNqT88qSAkeEMqtCSvKqYNhASG2cCD3WNVbmdP5iVCDWxRGl/?app=fbl

১৭. মাওলানা আফসার উদ্দিনের মাজার [54]

(২৯ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ রাত সাড়ে ১১টা থেকে দুই ঘণ্টারসাভারের বনগাঁও ইউনিয়নের চাকলিয়া এলাকায়)

সুফি সাধক কাজী জাবেরের বাড়িতে হামলার দৃশ্য। (ছবি: কালবেলা)

সার্বিক চিত্র: সাভারের বনগাঁও ইউনিয়নের চাকলিয়া এলাকায় মাওলানা আফসার উদ্দিনের মাজার শরিফে (সুরেশ্বর দরবার শরীফের অনুসারী কাজী জাবেরের বাড়ি-সংলগ্ন পীরবাড়ি/মাজার) ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রাত সাড়ে ১১টা থেকে দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে হামলা, ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়। পূর্ব ঘোষণা দিয়ে সহস্রাধিক লোক হামলায় অংশ নেয়। হামলায় ২০ জনের বেশি আহত (দুজন গুরুতর), কাজী জাবেরের মাথা ও পায়ে আঘাত, তার রান্নাঘর ভাঙচুর, মোটরসাইকেলে আগুন দেয়া হয়।[55] পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

হামলার মূল কারণ: মাজার ও পীরবাড়িকে 'শিরক-বেদাতি' মনে করা। মাজার কর্তৃপক্ষ দাবি করেন, স্থানীয় মসজিদের ইমাম-ওলামা ('তৌহিদী জনতা' খ্যাত) উসকানি দিয়ে হামলা চালায়। দুই দিন আগে হামলার ঘোষণা করা হয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ[56]: ফেসবুক লাইভ ও ভিডিওতে দেখা যায়, পাঞ্জাবি-টুপি পরিহিত কয়েক শতাধিক লোক মাজার-বাড়ির দিকে হেঁটে আসে, গেটে এসে কাজী জাবেরকে বের হতে বলে।[57] গেট না খোলায় ইটপাটকেল ও লাঠিসোঁটা নিক্ষেপ শুরু হয়। নারীদের চিৎকার শোনা যায়, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। লোকজনদের মারধরের বিবরণ দেয়া হয়। চাকুলিয়া মসজিদের ইমাম তৈয়বুর রহমান খান ও মাওলানা এমদাদুল হকের প্রতি উসকানির অভিযোগ আনা হয়।

অভিযুক্ত হামলাকারী: সহস্রাধিক পাঞ্জাবি-টুপি পরিহিত স্থানীয় 'তৌহিদী জনতা', মৌলভী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। নেতৃত্বে চাকুলিয়া মসজিদের ইমাম তৈয়বুর রহমান খান ও মাওলানা এমদাদুল হকের নাম উল্লেখ করা হয়।

---

[54] সাভারে আফসার উদ্দিনের মাজারে হামলা https://dinajpurtv.com/942

[55] পীরবাড়িতে হামলার অভিযোগ/ https://www.kalbela.com/country-news/125694

[56] হামলা কালীন লাইভ ভিডিও
https://www.facebook.com/sufiattoprokash/videos/1208313237163078/?app=fbl

[57] কাজী জাবের আহমেদের বাড়িতে হামলা হয়েছে ঠিকানা: মাওলানা কাজী আফসার উদ্দিন (সেন্টু হজুর) বাড়ি।
https://www.facebook.com/sufiattoprokash/videos/881613957243754/?app=fbl

প্রশাসনিক অবস্থান[58]: সাভার মডেল থানার ওসি জুয়েল মিঞা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ঢাকা জেলা পুলিশের সাভার সার্কেলের এএসপি শাহীনুর কবির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, পুলিশ পাঠানো হয়েছে, সেনাবাহিনীকে খবর দেয়া হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারের বিস্তারিত উল্লেখ নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: কাজী জাবের (সুরেশ্বর দরবার শরীফের অনুসারী) বলেন, ফেসবুক লাইভে হামলার বিবরণ দিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে সহায়তা চান।[59] মারধর, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ করেন। সুফি আত্মপ্রকাশ নামের ফেসবুক পেজ থেকেও সহায়তা চাওয়া হয়। তারা দাবি করেন, হামলা পূর্বপরিকল্পিত ও উসকানিমূলক।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে হামলা চলে, পুলিশ-সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে নিয়ন্ত্রণে আসে। মাজার-বাড়ি ভাঙচুরপ্রাপ্ত, মোটরসাইকেল পোড়ানো, ২০+ আহত। কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারের খবর নেই। ২০২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ ঘটনার অগ্রগতি বা পুনর্নির্মাণের খবর পাওয়া যায়নি, ভক্তরা নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন।

[58] সাভারে ঘোষণা দিয়ে মাজার ও পীরের বাড়িতে হামলার অভিযোগ/
https://www.risingbd.com/amp/news/575395
[59] হামলা কালীন লাইভ ভিডিও
https://www.facebook.com/sufiattoprokash/videos/2030450467372426/?app=fbl

১৮. বরকত মা মাজার[60]

(২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর, ঢাকার ধামরাই উপজেলার ইসলামপুর এলাকায়)

বরকত মা মাজারে হামলারত এক যুবককে দেখা যাচ্ছে। (ছবি: ভিডিও ফুটেজ থেকে প্রাপ্ত)

সার্বিক চিত্র[61]: ঢাকার ধামরাই উপজেলার ইসলামপুর এলাকায় অবস্থিত বরকত মা মাজার ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (বুচাই পাগলার মাজারে হামলার পরদিন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত) ভাঙচুরের শিকার হয়।[62] মাজারটি মূলত নারী ভক্তদের দ্বারা পরিচালিত, যেখানে নারীরা দল বেঁধে এসে প্রার্থনা করে চলে যেতেন। কোনো অনুষ্ঠান বা ওরস হতো না, শুধু কবরটি বাঁধানো ছিল। হামলায় শত শত লোক অংশ নেয়, মাজার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়। এটি বুচাই পাগলা মাজার হামলার সাথে যুক্ত, এবং প্রশাসন চারদিন পরও দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেয়নি।

হামলার মূল কারণ: মাজারকে 'শিরক-বেদাতি' বা অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের স্থান মনে করা।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলার কোনো ভিডিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী[63]: শত শত লোকের একটি দল, যারা তৌহিদী জনতা নামে ধর্মীয় উগ্রবাদী গ্রুপের সাথে যুক্ত বলে অনুমান করা হয়। নির্দিষ্ট কোন মতাবলম্বী বা গ্রুপ চিহ্নিত করা যায়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসন হামলার চার দিন পরও দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, দায়সারা বক্তব্যে আটকে আছে। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো তাদের সাথে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারের খবর নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের সরাসরি বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমে উল্লেখ নেই। তবে স্থানীয়রা জানান যে, মাজারে কোনো অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড হতো না, শুধু দোয়া মুনাজাত করা হতো। তারা হামলায় এবং প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষুব্ধ।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে, পুনর্নির্মাণের কোনো খবর নেই। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার কারণে অনুরূপ হামলার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা রয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোনো আইনি ব্যবস্থা বা অগ্রগতির খবর পাওয়া যায়নি।

---

[60] ধামরাইয়ে ২ মাজার ভাঙচুর নিয়ে নির্বিকার প্রশাসন/ https://www.facebook.com/100063702970622/posts/pfbid07eXZ7TuWYnH4r7hrWj7upor8R2MtimnhwzdT1TZcJgcMFoq4y8fZErLPomkwheTQl/?app=fbl

[61] ধামরাইয়ে ভেঙে দেওয়া হলো একটি মাজার/ https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ba90wag36s

[62] ধামরাইয়ে ২ মাজার ভাঙচুর নিয়ে নির্বিকার প্রশাসন/ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-614276

[63] মাজার ভাঙচুর এর ফুটেজ/ https://youtu.be/HfvRjVS9mEg?feature=shared

১৯. মজিদিয়া দরবার শরিফ (শালু শাহ মাজার)[64]

(২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার মোক্তারেরচর ইউনিয়নের পোড়াগাছা গ্রামে)

সার্বিক চিত্র: শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার মোক্তারেরচর ইউনিয়নের পোড়াগাছা গ্রামে অবস্থিত মজিদিয়া দরবার শরিফ (শালু শাহ মাজার নামে পরিচিত) ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক শুক্রবার জুমার নামাজের পর স্থানীয়দের দ্বারা ভাঙচুরের শিকার হয়। মাজারটি ২০-২৫ বছর আগে গড়ে তোলা হয় এবং প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। এটি ৫ আগস্ট পরবর্তী মাজার হামলার ধারার অংশ বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তালিকাভুক্ত।[65] হামলায় কোনো হতাহতের খবর নেই, কিন্তু স্থাপনা ভাঙচুর হয়। পরদিন পুলিশ সুপার মাহবুবুল আলম জরুরি সভা করে এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা চান।

হামলার মূল কারণ: মাজারকে ধর্মবিরোধী বা অসামাজিক কর্মকাণ্ডের স্থান হিসেবে হামলাকারী মনে করে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলার বিস্তারিত ভিডিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: স্থানীয় ‘তৌহিদী জনতা’ বা গ্রামবাসী, যারা জুমার নামাজের পর জড়ো হয়ে হামলা চালায়। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপ চিহ্নিত করা যায়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: পুলিশ সুপার মাহবুবুল আলম বলেন, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেয়া হবে। জরুরি সভায় বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ওলামা পরিষদ, খেলাফত মজলিশ, ইসলামী আন্দোলনসহ দলগুলোর নেতাদের সাথে আলোচনা করে উগ্রবাদ মোকাবিলায় সহযোগিতা চান। সবাই আইন হাতে না তুলে নিতে এবং ধর্মীয় স্থাপনা রক্ষায় একমত হয়।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের কোনো বিবৃতি/বক্তব্য উল্লেখ নেই।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার ভাঙচুর হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের জরুরি সভা ও রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতার আশ্বাসের কারণে আর কোনো হামলা হয়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে, কিন্তু হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার অগ্রগতি নেই। ২০২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুনর্নির্মাণের খবর পাওয়া যায়নি।

---

[64] নড়িয়ার মোক্তারেরচর ইউনিয়নের পোড়াগাছা গ্রামে অবস্থিত মজিদিয়া দরবার শরিফ মাজারে (শালু শাহ মাজার) ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। https://www.prothomalo.com/bangladesh/nyobcrx1et

[65] এমএসএফ এর সেপ্টেম্বর মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ https://patradoot.net/2024/09/30/542082.html

২০. হজরত হাজী খাজা শাহবাজ মাজার-মসজিদ[66]

(৫ই নভেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে ১২টা, ঢাকার দোয়েল চত্বর সংলগ্ন)

চিত্রের প্রথম অংশে মাজারের তোরণ ও দ্বিতীয় অংশে ভাংচুর ও ধ্বংসযজ্ঞ দৃশ্যমান। (ছবি: সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: ঢাকার দোয়েল চত্বর সংলগ্ন অবস্থিত ঐতিহাসিক হজরত হাজী খাজা শাহবাজ (রাহ.) মাজার-মসজিদ ৫ নভেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত 'তৌহিদী জনতা'র একটি দল দ্বারা ভাঙচুরের শিকার হয়। মাজারটি ১৬৭৯ সালে নির্মিত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত ঐতিহাসিক স্থাপনা (৩ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদসহ), যা কাশ্মীরী সুফি সাধক হাজী শাহবাজ খান নির্মাণ করেন। হামলায় পর্দা ছেঁড়া, লোহার রেলিং ভাঙা, দানবাক্স অপহরণ, গিলাফ ছেঁড়া, দেয়ালে আঘাত, যত্রতত্র প্রস্রাব করা হয়।[67] মাজারের খাদেম ও দর্শনার্থীদের (একজন মহিলাসহ) মারধর করা হয়। সেনাবাহিনী আসার খবরে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়, ফলে পূর্ণ ধ্বংস হতে মাজারটি রক্ষা পায়। এটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত ইসলামী মহাসম্মেলনের (দাওয়াত ও তাবলিগ, কওমী মাদ্রাসা ও দ্বীনের হেফাজতের সম্মেলন) অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা সংঘটিত।[68]

হামলার মূল কারণ: মাজারকে ইসলামবিরোধী (শিরক-বেদাতি) মনে করা এবং 'ইসলামে মাজারের স্থান নেই' এই বিশ্বাস থেকে হামলা করা হয়েছে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী কওমী ও তাবলিগপন্থী জনতার ধর্মীয় উগ্রতা থেকে উদ্ভূত।

ভিডিও বিশ্লেষণ[69]: বিভিন্ন ভিডিওতে টুপি-পাঞ্জাবি পরিহিত কওমী জনতা মাজারে প্রবেশ করে ব্যানার-পোস্টার ছিঁড়ে ফেলতে, খাদেম ও দর্শনার্থীদের মারধর করতে, গিলাফ ছিঁড়তে এবং ভাঙচুর করতে দেখা যায়। সেনাবাহিনী আসার খবরে তারা পালিয়ে যায়। সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীরাই এই তাণ্ডব চালায়।

---

[66] উদ্যানের সমাবেশ থেকে মাজার ভাঙচুর বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার
https://www.dailyjanakantha.com/national/news/741583

[67] সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পাশের মাজারে হামলার অভিযোগ
https://www.banglatribune.com/others/871521/%E0%A6%B8%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97

[68] ঢাবিতে ঐতিহাসিক মাজার ভাঙচুর করলো সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশে আগতরা
https://dailyinqilab.com/index.php/motropolis/news/700944#google_vignette

[69] যেভাবে ভাঙ্গা হলো, https://youtu.be/xQ__Ii2A99U?feature=shared

অভিযুক্ত হামলাকারী: সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ইসলামী মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ‘তৌহিদী জনতা’ (প্রায় ৫০০ জন), যারা টুপি-পাঞ্জাবি পরিহিত কওমী মাদ্রাসা ও তাবলিগপন্থী আলেম-ওলামা ও মুসল্লি। তারা সম্মেলন থেকে সরাসরি মাজারে গিয়ে হামলা চালায়।

প্রশাসনিক অবস্থান: শাহবাগ থানার ওসি খালেদ মুনসুর সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ভাঙচুরের কোনো খবর বা অভিযোগ পাননি, কেউ লিখিত বা মৌখিক অভিযোগ করেনি। সম্মেলনের ভিড়ের কারণে রেলিংয়ে চাপ পড়ে ভাঙা সম্ভব। সেনাবাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো মামলা বা গ্রেপ্তারের খবর নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: খাদেম মুহম্মদ জহিরুদ্দিন (জহিরুল ইসলাম) বলেন, হামলাকারীরা ব্যানার ছিঁড়ে, গিলাফ ভাঙচুর করে, দানবাক্স নিয়ে যায়, খাদেম ও দর্শনার্থীদের (একজন মহিলাসহ) মারধর করে। মাজারে সিজদা নিষিদ্ধ ছিল এবং এটি ঐতিহাসিক প্রত্নসম্পদ (১৬৭৯ সালের, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত)। তিনি হামলার বিচার দাবি করেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজার আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত (পর্দা ছেঁড়া, রেলিং ভাঙা, দানবাক্স অপহৃত)। কোনো অভিযোগ বা মামলা হয়নি, প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা দৃশ্যমান। হামলাকারীরা সমাবেশ শেষে ফিরে এসে ভাঙচুরের হুমকি দিয়ে যায়। ২০২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো পুনর্নির্মাণ বা আইনি অগ্রগতির খবর নেই, মাজার চালু আছে কিন্তু নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে।

২১. বেলাল পীরের মাজার[70]

(২২ই নভেম্বর ২০২৫ তারিখে, টাঙ্গাইল সদর উপজেলার চরপৌলী এলাকায়)

বেলাল পীরের মাজারে হামলারত যুবকরা। (ছবি: ভিডিও ফুটেজ থেকে সংগৃহীত)

সার্বিক চিত্র: টাঙ্গাইল সদর উপজেলার চরপৌলী এলাকায় অবস্থিত বেলাল পীরের মাজারে ২২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে একদল তৌহিদী জনতা নামধারী লোক হামলা চালায়। এতে মাজারটি ভাঙচুর এবং লুটপাটের শিকার হয়। মাজারটি টিনের বেড়ায় আবৃত একটি সাধারণ স্থাপনা ছিল।

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীরা বেলাল পীরের মাজারকে ভণ্ড পীরের আস্তানা বলে দাবি করে, যেখানে শিরক, কুফর বা অনৈসলামিক কার্যকলাপ চলছে বলে অভিযোগ তোলে। এটি 'তৌহিদী জনতা'র পক্ষ থেকে ইসলাম রক্ষার নামে প্রতিহত করার অংশ হিসেবে দেখানো হয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ[71]: হামলার ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকশ জনের 'তৌহিদী জনতা' মাজারটি ভাঙচুর করছে। তারা 'নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর', 'ভণ্ডদের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও' সহ বিভিন্ন উগ্রবাদী স্লোগান[72] দিতে দিতে টিনের বেড়া বিশিষ্ট মাজারটি সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দেয়।

অভিযুক্ত হামলাকারী: 'তৌহিদী জনতা' নামধারী কয়েকশ লোক, যারা স্লোগান দিয়ে হামলা পরিচালনা করে।

প্রশাসনিক অবস্থান: হামলার সময় বা পরবর্তীতে প্রশাসন (পুলিশ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের) কোনো হস্তক্ষেপ, মামলা বা অবস্থানের সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের (খাদেম বা ভক্তদের) কোনো সরাসরি বক্তব্য বা অবস্থান উল্লেখ নেই। হামলায় তারা প্রতিরোধ করার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারটি হামলায় সম্পূর্ণ ভাঙচুর ও গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ঘটনার পরবর্তী কোনো সংস্কারের তথ্য নেই, ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় রয়েছে বলে অনুমান করা যায়।

---

[70] টাঙ্গাইল সদর উপজেলার চরপৌলী এলাকার বেলাল পীরের মাজারে ২২ নভেম্বর হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট চালানো হয়। https://bddigest.news/news/28094/

[71] ভন্ড বেলাল পীরের মাজার ভাঙচুর হচ্ছে । https://www.facebook.com/100086221622120/videos/1783700019039548/?app=fbl

[72] থামেনি তাদের আগ্রাসন! ভেঙ্গে ফেলা হলো চর পৌলি, কাকুয়া, টাঙ্গাইলের বেলাল পীরের মাজার। https://www.facebook.com/groups/3311813708907194/permalink/8759889844099526/?app=fbl

২২. হযরত খেতা শাহ (ওরফে আইয়ুব আলী) মাজার

(২০২৫ সালের জানুয়ারির ২৩ জানুয়ারি, নরসিংদী সদর উপজেলার করিমপুর ইউনিয়নের শ্রীনগর রসুলপুর কান্দাপাড়া এলাকায়)

মাজার ভাংচুররত অবস্থায় উগ্রবাদী জনতা। (ছবি: ভিডিও ফুটেজ থেকে নেয়া।)

হামলার আহ্বান জানিয়ে বিলি করা পোস্টার।

সার্বিক চিত্র: নরসিংদী সদর উপজেলার করিমপুর ইউনিয়নের শ্রীনগর রসুলপুর কান্দাপাড়া এলাকায় অবস্থিত হযরত খেতা শাহ (ওরফে আইয়ুব আলী) মাজারে ২০২৫ সালের জানুয়ারির ২৩ জানুয়ারি হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এটি ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে মাজারগুলোতে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর দ্বারা হামলার ধারাবাহিকতার অংশ, যেখানে নরসিংদী জেলায় একই মাসে একাধিক মাজারে হামলা হয়েছে। মাজারটি সম্পূর্ণভাবে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীদের দাবি অনুসারে, খেতা শাহ (আইয়ুব আলী) দীর্ঘদিন ধরে কুফর, শিরক ও অনৈসলামিক কার্যকলাপে লিপ্ত। প্রধান অভিযোগ:

- কালিমায়ে তাইয়্যিবা বিকৃত করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ খেতা শাহই নূর আল্লাহ' বলা।
- এলাকার নাম 'রসুলপুর' থেকে 'খোদাই নগর' রাখা, যা তাদের মতে 'কুফরমিশ্রিত'।
- প্রকাশ্যে সিজদা গ্রহণ করা।
- উরসের খাবারে নাপাক পানি মেশানো।
- মদ, গাঁজা, নারী কেলেঙ্কারি ও নৃত্য-গানের আয়োজন।

পূর্ব-প্রচারিত পোস্টারে ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ (শুক্রবার, বাদ জুমা) কান্দাপাড়া খেতা শাহ বাড়ী সংলগ্ন প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দেয়া হয়। উলামা ও তৌহিদী জনতার পক্ষ থেকে এসব কার্যকলাপ প্রতিহতের ঘোষণা দেয়া হয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ[73]: হামলার বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকশ লোক (টুপি, পাঞ্জাবী, লুঙ্গি পরিহিত) লাঠি, সোঁটা ইত্যাদি নিয়ে মাজার ভাঙচুর করছে। তারা 'নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবর' স্লোগান দিতে দিতে সম্পূর্ণ মাজার গুড়িয়ে দেয়। উপস্থিত ছিল কিশোর ও শিশুরাও, যারা ভাঙচুরে অংশ নেয়। হামলা প্রকাশ্য দিবালোকে হয় এবং সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মক।

অভিযুক্ত হামলাকারী: স্থানীয় 'তৌহিদী জনতা' নামে পরিচিত গোষ্ঠী, যারা করিমপুর ও নজরপুর ইউনিয়নের উলামা, তালেবা ও স্থানীয় মুসল্লিদের নিয়ে গঠিত। তারা পোস্টার বিলি করে পূর্বঘোষিত প্রতিবাদের নামে হামলা চালায়। নরসিংদীতে একাধিক মাজার হামলায় অনুরূপ গোষ্ঠী জড়িত।

প্রশাসনিক অবস্থান: নরসিংদীতে একাধিক মাজার হামলার পর পুলিশ কিছু ঘটনায় গ্রেপ্তার করেছে (যেমন ৩ জনকে ৩টি মাজার হামলায়) এবং মাজার এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তবে এ নির্দিষ্ট ঘটনায় সুনির্দিষ্ট গ্রেপ্তার বা মামলার তথ্য নেই। নরসিংদীর বিভিন্ন স্পটে এই মাজার হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে এবং সরকারের কাছে নিরাপত্তার দাবি জানানো হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষ (খেতা শাহের অনুসারী ও ভক্তরা) উপরোক্ত এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং হামলাকে উগ্রপন্থী ধর্মান্ধতা বলে নিন্দা করেন। সুফি সংগঠনগুলো এ ধরনের হামলার তীব্র প্রতিবাদ করেছে এবং মাজার সুরক্ষার দাবি জানিয়েছে। তারা বলেন, সুফিবাদ শান্তিপ্রিয় এবং এ হামলা ধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়েছে এবং গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পুনর্নির্মাণ বা পুনরায় কার্যক্রম শুরুর কোনো তথ্য নেই। নরসিংদীতে মাজার ভক্তরা প্রতিবাদ মানববন্ধন করেছেন এবং বিচার দাবি করেছেন, কিন্তু হামলার ধারা অব্যাহত থাকায় ভক্তরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

---

[73] তৌহিদী জনতার নেতৃত্বে আজ মাজার ভাঙচুর হল, নরসিংদী সদর,করিম পুর
https://www.facebook.com/qariasad786/videos/1129845295286956/?app=fbl

২৩. মোহাম্মদ আলী মুন্সীর কবর

(২৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে, নরসিংদী জেলার চম্পকনগর গ্রামে)

সার্বিক চিত্র: নরসিংদী জেলার চম্পকনগর গ্রামে অবস্থিত মোহাম্মদ আলী মুন্সীর কবর (যা মাজার সদৃশ অবকাঠামোতে সংরক্ষিত) ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে হামলার শিকার হয়। এটি কোনো আউলিয়ার মাজার নয়, বরং মুন্সী পরিবারের বংশপরম্পরায় সংরক্ষিত একটি পারিবারিক কবর। তবুও মাজার বিদ্বেষী জনরোষের কারণে এটি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

হামলার মূল কারণ: জনগণের মধ্যে প্রচলিত মাজার বিদ্বেষী মনোভাব এবং আক্রোশ থেকে হামলা চালানো হয়। কবরটি মাজারের আকারে সংরক্ষিত থাকায় এটিকে মাজার হিসেবে ভুল বোঝাবুঝি বা বিদ্বেষের শিকার করা হয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলার কিছু অস্পষ্ট ছবি পাওয়া গেছে যাতে হামলার দৃশ্য দেখা যায়। সরাসরি ভিডিওর বিবরণ বা বিশ্লেষণযোগ্য উপাদান নেই।

অভিযুক্ত হামলাকারী: অভিযুক্তরা হলেন মাজার বিদ্বেষী জনগণ ও ‘তৌহিদী জনতা’র একটি অংশ।

প্রশাসনিক অবস্থান: ঘটনাটি স্থানীয় প্রশাসনে দৃষ্টিগোচর হলেও কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। মাজার কর্তৃপক্ষ মাকামের প্রতিনিধিকে জানান, তারা কোনো মামলা মোকদ্দমা করেননি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: আলী মুন্সীর পরিবার ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মাকামের প্রতিনিধির কথোপকথনে উঠে আসে, মুন্সী পরিবার বংশপরম্পরায় কবরটিকে মাজারের আকারে সংরক্ষণ করে আসছিলেন। হামলার পর তারা কোনো প্রতিবাদ, আইনি পদক্ষেপের দিকে এগোননি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: হামলায় কবরের অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বর্তমানে এটি সংরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। নিয়মিত মাজারের মতো কার্যক্রম না থাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

২৪. শাহ সুফি হযরত ফজলু শাহের মাজার[74]

(২৪ জানুয়ারি ২০২৫, নরসিংদী জেলার কালাইগোবিন্দপুর গ্রাম)

সার্বিক চিত্র: নরসিংদী জেলার কালাইগোবিন্দপুর গ্রামে অবস্থিত শাহ সুফি হযরত ফজলু শাহের মাজারে ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে হামলা চালানো হয়। হামলায় মাজারের মূল স্থাপনা ভাঙচুর করা হয়, মাটি খুঁড়ে কঙ্কাল বের করে নদীতে ফেলে দেয়া হয় এবং মাজার সংলগ্ন বাড়িটিও ভেঙে ফেলা হয়। একইদিনে পাশের আরেকটি মাজারেও অনুরূপ হামলার ঘটনা ঘটে।

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীদের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ এবং স্থানীয় তৌহিদী জনতা কর্তৃক মাজার বিদ্বেষী মনোভাব থেকে হামলা চালানো হয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলার কোনো ভিডিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

অভিযুক্ত হামলাকারী: অভিযুক্তরা মাজারবিদ্বেষী গোষ্ঠী। পাশের মাজারের হামলাকারীরা একই দিনে এখানেও হামলা চালায় বলে অভিযোগ আছে।

প্রশাসনিক অবস্থান: মাজার সংলগ্ন বাসিন্দারা মাকামের প্রতিনিধিকে জানান, মাজার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ফজলু শাহের ভাই বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে এবং বর্তমানে মামলা চলমান রয়েছে। বিবাদীদের মধ্যে কয়েকজন (যেমন পাশের মসজিদের ইমাম) কোর্টে হাজিরা দিচ্ছেন। মাকামের প্রতিনিধির সাথে ফজলু শাহের ভাইয়ের কথোপকথনেও হামলা ও মামলা বিষয়ক তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত হয়।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের পাশে অবস্থিত মসজিদের ইমাম সাহেব মাকামের প্রতিনিধিকে জানান, বর্তমানে মাজারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছেন ফজলু শাহের ভাই। মরহুমের স্ত্রী ও সন্তানরা মাজার সংলগ্ন বাড়িতে বসবাস করেন এবং দেখাশোনা করেন। তারা আইনি পদক্ষেপ নিয়েছেন (মামলা দায়ের) এবং অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ অস্বীকার করেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: হামলায় ক্ষয়ক্ষতি হলেও বর্তমানে মাজারের অবস্থা স্বাভাবিক। নিয়মিত কার্যক্রম পুনরায় চলমান রয়েছে। মামলা চলমান আছে।

[74] কালাইগোবিন্দপুর গ্রামের শাহ সুফি হযরত ফজলু শাহের মাজারে, https://bddigest.news/news/28094/

২৫. কুতুববাগ দরবার শরিফ[75]

(২০২৫ সালের ২৭ জানুয়ারি, ঢাকার তেজগাঁওয়ে ফার্মগেটের ৩৪ ইন্দিরা রোডে)

আনোয়ারা উদ্যানে ওরস প্যান্ডেলে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয় ।

মানববন্ধন ও মাইকিং করে প্ররোচিত করা হচ্ছে। (ছবি: সংগৃহীত।)

সার্বিক চিত্র: ঢাকার তেজগাঁওয়ে ফার্মগেটের ৩৪ ইন্দিরা রোডে অবস্থিত কুতুববাগ দরবার শরিফের বার্ষিক মহাপবিত্র ওরস (৩০-৩১ জানুয়ারি নির্ধারিত) স্থানীয় আলেম-ওলামা, তৌহিদী জনতা ও মুসুল্লিদের বিক্ষোভ এবং ভাঙচুরের মুখে স্থগিত করা হয়েছে।[76] গত ২৭ জানুয়ারি শতাধিক আলেম-ওলামা ও স্থানীয় মুসুল্লিরা মানববন্ধন ও মিছিল করে ওরস বন্ধের দাবিতে আনোয়ারা উদ্যানে অস্থায়ী প্যান্ডেল, তোরণ ও স্থাপনায় ভাঙচুর চালায়। এরপর দরবার কর্তৃপক্ষ সংঘাত এড়াতে ওরস স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১৭ সাল থেকে ঢাকায় এ ধরনের ওরস নিষিদ্ধ থাকলেও দরবার কর্তৃপক্ষ এবার অনুমতি নিয়ে আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়েছিল বলে দাবি করে।

হামলার মূল কারণ: কুতুববাগ দরবার শরিফকে ‘ভণ্ডামি’ ও ‘শিরক-বিদআতের আস্তানা’ বলে অভিযোগ করে ‘তৌহিদী জনতা’ ও আলেম-ওলামারা ওরসকে শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড হিসেবে দেখেন। তারা দাবি করেন, ওরসের নামে শরীয়তবিরোধী কাজ হয় এবং এটি বন্ধ করতে হবে।

ভিডিও বিশ্লেষণ: ভিডিওতে দেখা যায়[77], হামলার পূর্বে তৌহিদী জনতা ও আলেম-ওলামাদের একটি সভা-সম্মেলন হয়, যেখানে তারা কুতুববাগ দরবারকে ‘গুড়িয়ে দেয়ার’ এবং ওরস বন্ধের হুমকি দেন। তারা বলেন, প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে নিজেরাই ভেঙে দেবেন এবং ‘বিস্ফোরণ’ হয়ে ফিরে আসবে। হামলার ভিডিওতে অধিকাংশ হামলাকারী টুপি-পাঞ্জাবি পরিহিত কওমী মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট, হাতে ফেস্টুন যেখানে লেখা “ভণ্ড কুতুববাগের আস্তানা, এই বাংলায় হবে না”।[78] তারা পীর সাহেবকে কাফের ঘোষণা করে ভাঙচুর চালায়। গরু-ছাগল ছিনতাইয়ের ব্যর্থ চেষ্টাও দেখা যায়।

---

[75] কুতুববাগ দরবার শরিফের ওরস প্যান্ডেলে হামলা https://www.khaborerkagoj.com/national/847987 (২) ঢাকা প্রকাশ https://www.dhakaprokash24.com/capital/news/71280

[76] মৌলবাদীদের হামলা আর হুমকির মুখে স্থগিত হলো কুতুববাগ দরবার শরিফের ওরশ https://bddigest.com/news/14383/

[77] হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট https://www.facebook.com/share/v/12JKcsA6XBE/

[78] ফার্মগেটের কুতুববাগ দরবার শরীফ গুড়িয়ে দেয়ার হুমকি https://www.facebook.com/reel/971419590981146/?app=fbl

অভিযুক্ত হামলাকারী: ‘সচেতন মুসলিম নাগরিক সমাজ ও ইমাম খতিব উলামা পরিষদ’র ব্যানারে তৌহিদী জনতা, স্থানীয় আলেম-ওলামা ও মুসুল্লিরা (প্রায় ৫০-১০০ জন)।[79] তারা তেজগাঁও কলেজ মসজিদ থেকে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে মিছিল করে আনোয়ারা উদ্যানে প্যান্ডেলে হামলা ও ভাঙচুর চালায়। হ্যান্ডমাইকে ঘোষণা দিয়ে লুটপাটের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ।

প্রশাসনিক অবস্থান: শেরেবাংলা নগর থানার ওসি মো. গোলাম আজম জানান, হামলার কোনো ঘটনা ঘটেনি, শুধু মানববন্ধন-বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতি সাময়িক নিয়ন্ত্রণে এনেছে। ২০১৭ সালে ঢাকা উত্তর সিটির প্রয়াত মেয়র আনিসুল হক ও ভ্রাম্যমাণ আদালত ঢাকায় ওরস নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল, যা এখনো বলবৎ আছে।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: দরবারের পীর শাহ সুফি সৈয়দ জাকির শাহ ও খাদেম মির্জা মাহবুবুর রহমান বাচ্চু জানান, স্থানীয় বাসিন্দা ও আলেমদের সঙ্গে সংঘাত এড়াতে ওরস স্থগিত করা হয়েছে। তারা দাবি করেন, সরকারি অনুমতি নিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। পীর সাহেবের নির্দেশে খাদেমরা হামলাকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে যাননি। তারা হামলাকে ‘সন্ত্রাসীদের কাজ’ বলে অভিহিত করেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: ওরস সম্পূর্ণ স্থগিত করা হয়েছে। দরবার কর্তৃপক্ষ সংঘাত এড়ানোর জন্য এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভাঙচুরের পর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে, কোনো বড় সংঘর্ষ হয়নি। দরবারের অস্থায়ী স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তবে কর্তৃপক্ষ শান্তিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে।

[79] ফার্মগেটে কুতুববাগ দরবার শরিফের ওরশ স্থগিত
https://www.facebook.com/reel/1124650642221560/?app=fbl

২৬. শুক্কুর আলী শাহ ফকিরের মাজার[80]

(জানুয়ারি ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) রাতে, ঢাকার ধামরাই উপজেলার গাঙ্গুটিয়া ইউনিয়নের অর্জুন নালাই গ্রামে)

ভেঙে ফেলা শুকুর আলী শাহ ফকিরের মাজার দেখাচ্ছেন শুকুর আলীর স্ত্রী আমেনা বেগম। (ছবি: প্রথম আলো)

সার্বিক চিত্র: ঢাকার ধামরাই উপজেলার গাঙ্গুটিয়া ইউনিয়নের অর্জুন নালাই গ্রামে অবস্থিত শুক্কুর আলী শাহ ফকিরের মাজারে ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) রাতে হামলা চালানো হয়। হামলায় মাজারের মূল স্থাপনা, প্রাচীর, দুটি কবর এবং একটি টিনের বসতঘর সম্পূর্ণ ভাঙচুর করা হয়; অন্য একটি টিনের ঘরের বেড়া কুপিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। মাজারে ৬৬তম ওরস চলাকালে এ ঘটনা ঘটে।

হামলার মূল কারণ: ওরসে গান-বাজনা এবং শরিয়াবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ তুলে হামলা চালানো হয়। স্থানীয় ওলামা ও ইমাম পরিষদের দাবি, মাজারে মাদকসেবন এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ[81]: হামলার সরাসরি ভিডিও নেই। নিউজ রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, হামলার আগে স্থানীয় মসজিদের মাইকে মাজারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রায় ৫০-৬০ জন দলবদ্ধ মুসল্লি মাজারে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। শুক্কুর আলীর স্ত্রী আমেনা বেগম হামলা প্রতিহতের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।

অভিযুক্ত হামলাকারী: অভিযুক্তরা হলেন স্থানীয় ওলামা, ইমাম পরিষদের সদস্য এবং প্রায় ৪০০ লোক। সরাসরি হামলায় ৫০-৬০ জন অংশ নেয়।

প্রশাসনিক অবস্থান: রাত ৮টার দিকে পুলিশ এসে আইনশৃঙ্খলা অবনতির আশঙ্কায় ওরস বন্ধ করে দেয় এবং চলে যায়। পুলিশ চলে যাওয়ার পর রাত ১০টার দিকে হামলা হয়। পরে ভুক্তভোগী পরিবার ১২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৭০০-৮০০ জনকে আসামি করে ধামরাই থানায় মামলা দায়ের করে।

---

[80] ঢাকার ধামরাই উপজেলার শুকুর আলী শাহ ফকিরের মাজারে ২৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ওরস চলাকালে হামলা ও ভাংচুর চালানো হয়। https://bddigest.news/news/28094/

[81] গত পরশুদিন উরশ চলাকালীন সময় ভেঙে ফেলা হয়েছে শুকুর আলী শাহ ফকিরের মাজার,, ধামরাই,ঢাকা, https://www.facebook.com/groups/ElmeMarifat/permalink/9256047647789316/?app=fbl

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজারের খাদেম ও শুক্কুর আলীর স্ত্রী আমেনা বেগম মাকামের প্রতিনিধিকে জানান, তারা বহু বছর ধরে ওরস করে আসছেন এবং পুলিশের নির্দেশে ওরস বন্ধও করে দিয়েছিলেন। তবুও রাতের অন্ধকারে হামলা চালিয়ে মাজার ও বাড়িঘর ধ্বংস করা হয়েছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: বর্তমানে মাজারটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। হামলার পর প্রাণভয়ে শুক্কুর আলীর দুই ছেলে পরিবার নিয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

২৭. ফকির মওলা দরবার শরিফ[82]

(২০২৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার আজিমপুরে)

সিংগাইরের আজিমনগরে প্রয়াত বাউল আব্দুর রশিদ বয়াতির বাৎসরিক ওরসে বাধা দেয় স্থানীয়রা। (ছবি: সংগৃহীত)

ফেসবুকে ছড়ানো একটি ভিডিওতে স্থানীয়দের লাঠি হাতে দেখা গেছে।

সার্বিক চিত্র: মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার আজিমপুরে অবস্থিত ফকির মওলা দরবার শরিফে প্রয়াত বাউল শিল্পী রশিদ সরকারের মাজারকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে তিন দিনব্যাপী 'সাধুর মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। এটি রশিদ সরকারের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত হয় এবং দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা মাজার জিয়ারত করতে আসেন। ২০২৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) মেলা ছোট পরিসরে শুরু হলেও স্থানীয়দের বাধা ও উত্তেজনার কারণে পণ্ড হয়ে যায়। দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয় এবং পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ কয়েকজনকে (৭-১২ জন) হেফাজতে নেয়, যাদের অধিকাংশ দরবারের ভক্ত বা পরিবারের সদস্য।

উল্লেখ্য যে, বাউল সম্রাট প্রয়াত রশিদ সরকার মানিকগঞ্জ-২ আসনের সাবেক এমপি ও সিংগাইর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গায়িকা মমতাজ বেগমের প্রথম স্বামী। এছাড়া তিনি নিজেও স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। রশিদ সরকারের ছেলে সাবেক পৌর মেয়র আবু নইম মোহাম্মদ বাশার নিজেও সিংগাইর আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী নেতা। ৫ আগষ্টের পর তিনি গা ঢাকা দিয়েছেন।

[82] মানিকগঞ্জের খাজা শাহ সুফি দেওয়ান আব্দুর রশিদ আল চিশতি নিজামি (রা.) দরবার শরীফ
https://bddigest.news/news/28094/

হামলার মূল কারণ: স্থানীয়দের দাবি, মেলার নামে প্রচুর গাঁজা সেবন হয় এবং ধর্মীয় রীতিনীতিবহির্ভূত কাজ করা হয়, যা এলাকায় অপছন্দনীয়। উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান মিঠু এটাকে 'গাঁজার মেলা' বলে অভিহিত করেন এবং স্থানীয়দের ক্ষোভের কথা উল্লেখ করেন। অন্যদিকে, দরবার কর্তৃপক্ষের দাবি এটি ঐতিহ্যবাহী মেলা এবং বিএনপি নেতাদের নেতৃত্বে অতর্কিত হামলা হয়েছে। কিছু সূত্রে প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করার অভিযোগও উঠেছে। মূলে রাজনৈতিক (আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্ট পরিবার vs বিএনপি) ও সামাজিক-ধর্মীয় বিরোধ।

ভিডিও বিশ্লেষণ: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে স্থানীয়দের লাঠি-সোঁটা হাতে দেখা গেছে। দরবারের ভক্তদেরও পাল্টা অবস্থান নিতে এবং দেশীয় অস্ত্রসহ প্রতিরোধ করতে দেখা যায়। ভিডিওতে হাজার হাজার লোকের সমাগম, লাঠি নিয়ে মিছিল এবং উভয় পক্ষের আক্রমণাত্মক অবস্থান প্রতীয়মান। কোনো বড় ধরনের হামলা বা মাজারে ক্ষয়ক্ষতির স্পষ্ট প্রমাণ নেই, তবে উত্তেজনা ও সংঘর্ষের দৃশ্য স্পষ্ট।

অভিযুক্ত হামলাকারী: দরবারের কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেন, স্থানীয় বিএনপি নেতা মাহবুবুর রহমান মিঠুর নেতৃত্বে গোবিন্দল এলাকার লোকজন ও অন্যান্য স্থানীয়রা হামলা চালায়। কিন্তু স্থানীয়দের দাবি: দরবারের ভক্তরা প্রথমে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে স্থানীয়দের ওপর হামলা করে, যা প্রতিরোধ করা হয়। এই দু'পক্ষের সংঘর্ষে স্থানীয় থানার ওসি জাহিদুল ইসলাম সংবাদমাধ্যমকে বলেন, মাজার হামলার মূল কারণ দু'পক্ষের উত্তেজনা, কোনো একপক্ষকে সরাসরি হামলার জন্য দোষারোপ করা যায় না।

প্রশাসনিক অবস্থান: পুলিশের পক্ষ থেকে (সিঙ্গাইর থানা ওসি জাহিদুল ইসলাম ও এএসপি নাজমুল হাসান) বলা হয়, মেলার জন্য থানা থেকে কোনো অনুমতি নেয়া হয়নি। নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বিবেচনায় রশিদ সরকারের ১ম স্ত্রী শিরিন রশিদ (৭০), ছেলের বউ শাহানারা আক্তারসহ ৭-১২ জনকে হেফাজতে নেওয়া হয়। পরে ঘটনার দিন রাত ৯টা নাগাদ মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পান। বড় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সতর্ক অবস্থানে ছিল পুলিশ। পুলিশ কর্তৃক মেলার বিষয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মেলাটি ঐতিহ্যবাহী এবং রশিদ সরকার জীবিত থাকতে ২৫-৩০ বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়। এবার ছোট পরিসরে আয়োজন করা হয়েছিল, শুধু মাজার জিয়ারতের জন্য। হঠাৎ বিএনপি নেতাদের নেতৃত্বে হামলা হয়েছে, ৪ জন ভক্ত আহত হয়। তারা শান্তিপূর্ণভাবে মেলা চালানোর চেষ্টা করেছেন (নুরু পত্তনদার, আনোয়ার সরকার, জামিল খানের বক্তব্য থেকে)।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মেলা পণ্ড হয়ে গেছে এবং বন্ধ রয়েছে। মাজারে কোনো হামলা বা ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। ভক্তরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছেন, কয়েকজন আটকের পর ছাড়া পেয়েছেন। এলাকায় পুলিশি নজরদারি অব্যাহত।

২৮. গাউছে হক দরবার শরীফ[83]

(৩১ মার্চ ২০২৫ এর রাতে, নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলায় অবস্থিত)

গাউছে হক দরবার শরীফের ছবি। (ছবি: সংগৃহীত)

১. প্রতিবাদ সমাবেশ। ২. প্রতিবাদ সমাবেশের ব্যানার। তাতে দরবারের পূর্বের ও বর্তমান ছবি বিদ্যমান।

সার্বিক চিত্র: নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলায় অবস্থিত গাউছে হক দরবার শরীফে গত ৩১ মার্চ রাতে দুর্বৃত্তদের হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় দরবারের ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে ২১ এপ্রিল বিকালে রেলওয়ে স্টেশনের ১ নং প্লাটফর্মে কয়েকশ' ভক্ত-মুরিদানের উপস্থিতিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে হামলার নিন্দা জানানো হয়[84] এবং হামলাকারীদের গ্রেপ্তার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও ক্ষতিগ্রস্থ দরবার পুনঃনির্মাণের দাবি করা হয়। ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এ দরবারে কোনো মাজার নেই এবং ৪৮ বছর ধরে ইসলামিক শরিয়া অনুসারে আধ্যাত্মিক চর্চা ও বার্ষিক ওরস মাহফিল হয়ে আসছে।

হামলার মূল কারণ: হামলার সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। হামলাকে 'দুর্বৃত্তদের' কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ভক্তরা এটিকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বিশ্বাসের ওপর হামলা হিসেবে দেখছেন, এটি দেশের ধর্মীয় সহনশীলতা

[83] রায়পুরা দরবার শরীফে হামলার প্রতিবাদে আখাউড়ায় ভক্তদের বিক্ষোভ https://www.jaijaidinbd.com/wholecountry/546404#google_vignette

[84] গাউছে হক দরবার শরীফে হামলার প্রতিবাদে আখাউড়ায় মানববন্ধন https://www.voicebd24.com/?p=79857

ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি। তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে মাজার ও খানকাহ ভাঙচুরের প্রসঙ্গ তুলে এটিকে একটি ধারাবাহিকতার অংশ বলে মনে করছেন।

ভিডিও বিশ্লেষণ[85]: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হামলা চলাকালীন কোনো ভিডিও বা ছবি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। হামলার দৃশ্যের কোনো ভিজ্যুয়াল প্রমাণ পাওয়া যায়নি। হামলা পরবর্তী মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচির কিছু তথ্য ও ছবি পাওয়া গেছে।[86]

অভিযুক্ত হামলাকারী: হামলাকারীদের 'দুর্বৃত্ত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি, গ্রুপ বা সংগঠনের নাম চিহ্নিত করা হয়নি। ভক্তরা অবিলম্বে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন।

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসন বা পুলিশের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। হামলার পর কোনো গ্রেপ্তার বা তদন্তের খবরও পাওয়া যায়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: দরবারের ভক্ত ও প্রতিনিধিরা (যেমন বিএনপি নেতা আবুল ফারুক বকুল, খতীব মোজাম্মেল হক মুছা, মুফতি রেদুয়ান রেজা আল ক্বাদরী প্রমুখ) হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা জোর দিয়ে বলেছেন, দরবারটি ১৯৭৮ সালে পীরে কামেল সৈয়দ মোঃ অলিউর রহমান (অলি) শাহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানে শরিয়া অনুসারে আধ্যাত্মিক চর্চা ও ওরস মাহফিল হয়, এখানে কোনো মাজার নেই। তারা হামলাকে ধর্মীয় সহনশীলতার ওপর আঘাত হিসেবে দেখেন এবং হামলাকারীদের শাস্তি ও দরবার পুনঃনির্মাণের দাবি করেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: হামলার পর দরবার শরীফ ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থায় রয়েছে (ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিকাণ্ডের ফলে)। ভক্তরা আখাউড়ায় মানববন্ধনের মাধ্যমে প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছেন। পুনঃনির্মাণ বা মেরামতের কোনো অগ্রগতি বা প্রশাসনিক পদক্ষেপের খবর নেই। হামলাকারীদের গ্রেপ্তার বা তদন্তের কোনো আপডেট পাওয়া যায়নি।

---

[85] মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা https://www.facebook.com/share/v/1FGoHPxyC7/

[86] গাউছে হক দরবার শরীফে হা/ম/লা, ভাঙ/চুর, লু/টপাটের প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল https://www.facebook.com/share/v/1BbTAzAeN4/

২৯. নুরাল পাগলার দরবার শরিফ[87]

(৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ জুমার নামাজের পর, রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলার জুড়ান মোল্লাপাড়া এলাকায়)

১. কাবা আকৃতির নুরাল পাগলার মাজার।

২. লাশ উত্তোলনের পর খালি কবর

৩. লাশকে কবর থেকে বের করে পোড়ানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

৪. মাজার গুড়িয়ে দেয়া পর তৌহিদী জনতার বিজয় উল্লাস

সার্বিক চিত্র: রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলার জুড়ান মোল্লাপাড়া এলাকায় অবস্থিত নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার দরবার শরিফ (স্থানীয়ভাবে নুরাল পাগলার মাজার নামে পরিচিত) ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ জুমার নামাজের পর হাজার হাজার 'তৌহিদী জনতা' ও 'ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটি'র ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল থেকে হামলা চালানো হয়। হামলায় মাজারের স্থাপনা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট করা হয় এবং কবর থেকে নুরাল পাগলার মরদেহ তুলে মহাসড়কে এনে পুড়িয়ে ফেলা হয়।[88] সংঘর্ষে মাজারের ভক্তদের সাথে হামলাকারীদের সংঘাতে ১ জন নিহত ও শতাধিক

---

[87] মাজারে হামলার ঘটনায় আতঙ্ক কাটেনি, 'মব সন্ত্রাস' নিয়ে আবারো প্রশ্নের মুখে সরকার
https://www.bbc.com/bengali/articles/cn4wyd3wyndo

[88] গোয়ালন্দে মাজার ভাঙচুর ও লাশ পোড়ানো - ধর্মকে ঢাল বানিয়ে উগ্রতা
https://www.facebook.com/61558815046079/posts/pfbid02oBNE5ueW2Hp5JGfy6zXcJWqYYDM35KPHn8XujEgU44RqvaHEZ8dWK1mTdibWg1xdl/?app=fbl

আহত হন।[89] পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। ঘটনার পর মাজারটি পুলিশ ও সেনাবাহিনীর পাহারায় রয়েছে এবং এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ঘটনায় একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে এবং সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।[90]

হামলার মূল কারণ: হামলাকারীদের দাবি অনুসারে, নুরাল পাগলা নিজেকে ইমাম মাহদী দাবি করতেন, কালিমা-আজান-দরুদ বিকৃত করতেন এবং মৃত্যুর পর (২৩ আগস্ট ২০২৫) তার মরদেহ মাটি থেকে ১০-১২ ফুট উঁচুতে কাবা শরিফের আকৃতির স্থাপনায় দাফন করা হয়, যা 'শিরক ও ইসলামবিরোধী' বলে অভিযোগ। এ নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ ছিল। ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটি কবর সমতল করা ও অনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধের দাবি তুলে সংবাদ সম্মেলন করে এবং বৃহস্পতিবারের মধ্যে দাবি না মানলে শুক্রবার 'মার্চ ফর গোয়ালন্দ' কর্মসূচির ঘোষণা দেয়, যা হামলায় রূপ নেয়।

ভিডিও বিশ্লেষণ: ভিডিওতে দেখা যায়, হাজারো টুপি-পাঞ্জাবী পরিহিত উত্তেজিত জনতা মাজারে প্রবেশ করে স্থাপনা ভাঙচুর, আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে এবং কাবা আকৃতির উঁচু অংশ মই ব্যবহার গুড়িয়ে দিচ্ছে।[91] কবর খনন করে কফিন উত্তোলন করা হয়; কফিন থেকে লাশ নিচে পড়ে যায়, পরে হাত দিয়ে লাশ তুলে মাটিতে ছুড়ে ফেলা হয়। লাশ কফিনে তুলে মহাসড়কে নিয়ে গিয়ে 'নারায়ে তাকবির' ও উগ্র স্লোগান দিতে দিতে কাঠের সাহায্যে পুড়িয়ে ফেলা হয়। মাজারের আসবাবপত্র (ডেকচি, চেয়ার ইত্যাদি) লুট করা হয়।[92] ভিডিওগুলো সামাজিক মাধ্যম ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।[93]

অভিযুক্ত হামলাকারী: হামলাকারীরা নিজেদের তৌহিদী জনতা ও ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটির সদস্য হিসেবে পরিচয় দেয়। প্রধান নেতৃত্বে[94] ছিলেন:
১. আহ্বায়ক মোঃ ইলিয়াস মোল্লা (জেলা ইমাম কমিটির সভাপতি),
২. চৌধুরী আহসানুল করিম হিটু (সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বিএনপি নেতা),
৩. অ্যাডভোকেট মোঃ নুরুল ইসলাম (জামায়াতের জেলা আমির),
৪. আরিফুল ইসলাম (ইসলামী আন্দোলনের জেলা সেক্রেটারি),
৫. মোঃ ইউসুফ নোমানী (খেলাফত মজলিসের সহ-সভাপতি),
৬. আব্দুল্লাহ মামুন (এনসিপি জেলা সদস্য)।
গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে মসজিদের ইমাম, ছাত্রলীগ-স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা রয়েছেন।

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসন হামলার আশঙ্কা জেনেও তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়।[95] হামলার দিন পুলিশ মোতায়েন থাকলেও জনতা পুলিশের ওপর হামলা করে গাড়ি ভাঙচুর করে। পরবর্তীতে একাধিক মামলা দায়ের (অজ্ঞাত

---

[89] নুরাল পাগলার দরবারে হামলার ঘটনায় নিহত ১, আহত শতাধিক https://www.dhakapost.com/country/392714

[90] নুরাল পাগলার মাজারে হামলা, মসজিদের ইমামসহ গ্রেপ্তার ১৮ (এই নিউজের পরে আটো ৬জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। https://www.kalbela.com/national/221327

[91] বিবিসি নিউজ, ইউটিউব লিংক https://youtu.be/O4wyIo5mb40?si=jxXADZxAJVJxMrT2

[92] যমুনা টেলিভিশন https://www.facebook.com/share/v/1LrSuWHeck/

[93] যমুনা টিভি, নুরাল পাগলার মাজারে হামলা; নিহত ১, থমথমে এলাকার পরিস্থিতি https://www.facebook.com/share/v/19vhtag3aB/

[94] এই ছয়জন এর নেতৃত্বে সমাবেশ ও সংবাদ সম্মেলন ডাকে এবং সেদিন ভাংচুর করা হয় মাজার Ihttps://www.facebook.com/groups/242331933652729/permalink/1460035811882329/?app=fbl

[95] মাজারে হামলা, ভাঙচুর ও মরদেহ পোড়ানোর ঘটনায় জড়িতরা শাস্তি পাবে: রাজবাড়ীতে অতিরিক্তি ডিআইজি https://www.tbsnews.net/bangla/bangladesh/news-details-387291

৩০০০-৭৫০০ আসামি)[96], ২৪ জন গ্রেপ্তার (যার মধ্যে ৮ জন ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি দিয়েছেন), অভিযান অব্যাহত। অতিরিক্ত ডিআইজি, পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসক জড়িতদের শাস্তির আশ্বাস দিয়েছেন। ঘটনার পর মাজারে পুলিশ-সেনাবাহিনীর পাহারা বসানো হয়। অন্তর্বর্তী সরকার নিন্দা জানিয়ে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার কথা বলেছে।[97]

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষ (নুরাল পাগলার ভক্ত ও পরিবার) কবর উঁচুতে দাফন ও কাবা আকৃতির স্থাপনা নির্মাণকে ধর্মীয় বলে মনে করেন। তারা প্রশাসনের সাথে আলোচনায় সময় নিয়েছেন এবং দাবি মানতে অস্বীকার করেছেন। হামলার সময় ভক্তরা পাল্টা প্রতিরোধ করেন, যাতে সংঘর্ষ হয়। তাদের পক্ষ থেকে নিহতের পরিবার মামলা দায়ের করেছে।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: মাজারটি সম্পূর্ণ ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের শিকার হয়েছে। কাবা আকৃতির স্থাপনা ধ্বংস করা হয়েছে এবং নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। বর্তমানে মাজার কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ও প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে।

---

96 'নুরাল পাগলা'র মাজারে হামলায় ৩৫০০ জনকে আসামি করে মামলা
https://www.facebook.com/deshtvnews/videos/1515410476572973/?app=fbl

97 নুরাল পাগলার মাজার ভাঙচুর ও মরদেহে আগুনের ঘটনার নিন্দা অন্তর্বর্তী সরকারের
https://www.bonikbarta.com/bangladesh/x0FVbOD5FVcq57jq

৩০.পাঁচ পীরের মাজার

(১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে, ইটনা উপজেলার (কিশোরগঞ্জ জেলা)

হামলার পূর্বে পাঁচ পীরের মাজারের একটি চিত্র। (ছবি: সংগৃহীত।)

সার্বিক চিত্র: ইটনা উপজেলার (কিশোরগঞ্জ জেলা) প্রাচীন পাঁচ পীরের মাজারে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে একদল লোক হামলা চালাতে গেলে মাজারের মুরিদ ও ভক্তদের সাথে সংঘর্ষ বাধে। এতে কয়েকজন আহত হয়, কিন্তু মুরিদদের প্রতিরোধের ফলে হামলা ব্যর্থ হয় এবং মাজারটি রক্ষা পায়।[98] হামলার পূর্বে ফেসবুকে ভাঙচুরের আহ্বান জানিয়ে পোস্ট করা হয়, যাতে উরসের নামে ইসলামবিরোধী অপকর্ম, শিরক, নাচ-গান, মাদকসেবন ইত্যাদির অভিযোগ তোলা হয়। এছাড়া ১১ বছর আগের একটি রিপোর্টে (হবিগঞ্জের মাধবপুরে একই নামের মাজারে)[99] মেলার নামে জুয়া, মদ-গাঁজার অভিযোগে পুলিশ অভিযানের উল্লেখ আছে, এবং ২০২৫ সালের অক্টোবরে একটি ফেসবুক পোস্টে মাজারের অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের মিশ্র নাচ-গান, মাদকসেবন ইত্যাদি বর্ণনা করে সমালোচনা করা হয়।

হামলার চেষ্টার মূল কারণ: হামলাকারীদের দাবি অনুসারে, মাজারকে কেন্দ্র করে উরসের নামে ইসলামবিরোধী বেহায়াপনা, নারী-পুরুষের একত্রে নাচ-গান, মাদকসেবন, কুকর্ম এবং শিরকের কার্যকলাপ চলছে, যা ইসলাম ধর্মকে অবমাননা করছে। ফেসবুক পোস্টে এসব প্রতিহত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে অপকর্ম রুখে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া মাসুম আল মুজাহিদের পোস্টে[100] মাজারে মিলাদ-জিকিরের পর গানের আসরে অল্পবয়সী মেয়েদের নাচ-গান, পর্দাহীনতা, পাগলদের মাদকসেবন ইত্যাদি বর্ণনা করে এটিকে শিরক-বিদআত বলে সমালোচনা করা হয়। একটি রিপোর্টে মেলায় জুয়া-মদ-গাঁজার অভিযোগ উল্লেখিত।

ভিডিও বিশ্লেষণ: হামলা বা সংঘর্ষের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় হামলা সংগঠিত হয়নি। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও সংবাদ মাধ্যমে প্রতিবাদ সমাবেশ কর্মসূচির বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে।

---

[98] প্রতিরোধের খবর/

/https://www.facebook.com/100023794117708/posts/pfbid0LBepBWBkEa8JJ7k1MByF5MasUEfXbazxpQ6KnZxNEWeGdHYRoVoSujdVFRoWUmrol/?app=fbl

[99] ১১ বছর আগে মাধবপুরে পাঁচ পীরের মাজারে মেলার নামে জুয়া-মদ গাঁজার আসর ॥

https://www.habiganjexpress.com/?p=22564

[100] পাঁচ পীরের মাজার দর্শন এবং ভয়াবহ অভিজ্ঞতা

https://www.facebook.com/100006913590857/posts/pfbid034CTUfeKwMLvAQdqgKewihr3zeD6VfguUP8zoHxG3kbKbgtKvcYQ18PgLa6c8qjW6l/?app=fbl

অভিযুক্ত হামলাকারী: অভিযুক্তরা হলেন ফেসবুকে ভাঙচুরের আহ্বানকারী ব্যক্তি বা গ্রুপ এবং ইটনাবাসী নামধারী লোকজন, যারা মাজারের অপকর্ম প্রতিহত করার নামে হামলা চালাতে যায়। তাদের নির্দিষ্ট পরিচয় বা সংগঠনের উল্লেখ নেই।

প্রশাসনিক অবস্থান: হামলার সময় বা পরবর্তীতে প্রশাসন (পুলিশ বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের) কোনো হস্তক্ষেপ বা অবস্থানের সুনির্দিষ্ট বিবরণ নেই।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: মাজার কর্তৃপক্ষের (খাদেম বা আয়োজকদের) সরাসরি অবস্থান বা বক্তব্য উল্লেখ নেই। তবে মুরিদরা হামলা প্রতিহত করে মাজার রক্ষা করে, যা থেকে অনুমান করা যায় তারা অনুষ্ঠানকে ধর্মীয় বলে মনে করেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: হামলার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এবং মুরিদদের প্রতিরোধের ফলে মাজারটি রক্ষা পেয়েছে। ঘটনার পরবর্তী কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা পরিবর্তনের আপডেট নেই, তবে অনুষ্ঠানসমূহ (যেমন: উরস বা গানের আসর) অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

হামলা ঘটেছে কিন্তু বিস্তারিত তথ্য নেই এমন ঘটনাসমূহ:

৩১. ওয়ারিশ পাগলার মাজার

(২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে, দড়িগাঁও গ্রাম, সালুয়া ইউনিয়ন, কিশোরগঞ্জ)

ওয়ারিশ পাগলার মাজারে অগ্নিসংযোগের একটি দৃশ্য।

তথ্য: একটি ভিডিওতে মাজার ভাঙচুরের পর চারপাশে অগ্নিসংযোগের দৃশ্য দেখা যায়; হামলাকারীদের পরিচয় জানা যায়নি।[101]

বিস্তারিত তথ্য নেই।

৩২. শ্রীপুরের হেরাবন পাক দরবার শরীফ

(৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ দুপুরে, শ্রীপুর, গাজীপুর)

তথ্য: পীর সাহেবকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়; একটি ভিডিওতে কয়েকশ স্থানীয় লোককে ভাঙচুরের দৃশ্যে দেখা যায়।[102]

বিস্তারিত তথ্য: একটি ভিডিওতে স্থানীয়দের হামলা মনে হয়।

---

[101] ওয়ারিশ পাগলা মাজারে হামলা
https://www.facebook.com/napterchar/videos/606079555373103/?mibextid=9drbnH&s=yWDuG2&fs=e

[102] https://www.facebook.com/groups/266961967198479/permalink/1652674135293915/?app=fbl

৩৩. মা জটালীর মাজার

(২০২৪ এর সেপ্টেম্বর মাসে, বাংলা একাডেমি এলাকা, ঢাকা)

তথ্য: হামলা-পরবর্তী ছবিতে মাজার সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দেয়া অবস্থা দেখা যায় কিন্তু বিস্তারিত তথ্য নেই।

৩৪. বিগচান আল জাহাঙ্গীরের মাজার

(১৭ই আগস্ট ২০২৪, ঢালুয়ার চর, পলাশ, নরসিংদী)

তথ্য: মূলত কবরস্থানের পাশে একটি পাকা কবর; হামলা-পরবর্তী একটি ভিডিওতে কবর ভাঙচুর অবস্থায় দেখা যায়।[103] বিস্তারিত তথ্য নেই।

৩৫. আয়নাল শাহ মাজার

(৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৪, খোটমোড়া, গোতাশিয়া, মনোহরদী, নরসিংদী)

তথ্য: সোনারগাঁও প্রেস কর্তৃক প্রচারিত[104], এক ভিডিওতে স্থানীয় জামায়াতপন্থী নেতা মহিউদ্দিন খান দাবি করেন তাদের দল এই ভাঙচুরের সাথে জড়িত নয়।
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৩৬. ওয়াইসিয়া/উয়ায়েসি দরবার শরীফ

(৯ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালের, ঘিওর বাজার, পীরগঞ্জ রোড, গোলাপনগড় বোখারীপাড়া, মানিকগঞ্জ)

[103] হামলা পরবর্তী ভিডিও https://www.facebook.com/share/v/16QeH1UjrB/

[104] আয়নাল মাজার ভাঙচুরের সাথে আমরা জড়িত না- মহিউদ্দিন খান। / প্রেস সোনারগাঁও
https://youtu.be/ZpoSfp4kUJs?feature=shared

পরিচালনা করেন, উয়ায়েসি ফকির শাহ সুলতানী বাচ্চু শাহ ইয়ামেনী।
তথ্য: একটি ভিডিওতে মাজারের গ্লাস জানালা ও অভ্যন্তর ভাঙচুরের দৃশ্য দেখা যায়। যা এখনো বিদ্যমান।[105]
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৩৭. খাজা শাহ সুফি দেওয়ান আব্দুর রশিদ আল চিশতি নিজামি (রা.) দরবার শরীফ/ কলাহাটা দরবার শরীফ।

(২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ রাতে (ওরস চলাকালে), ঝিটকা শরিফ, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ)

তথ্য: ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ। বিস্তারিত তথ্য নেই।

উল্লেখ্য যে, ডক্টর গোলাম সাকলায়েন তার বাংলাদেশের সুফিসাধক গ্রন্থের ২০১ পৃ: এবং ইসলামী বিশ্বকোষে খাজা শাহ সুফি দেওয়ান আব্দুর রশিদ আল চিশতি নিজামি (রা.) এর ইতিহাস, বাংলায় তার বিচরণ নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

[105] ওয়াইসিয়া দরবার শরীফ ভাঙচুর https://www.facebook.com/share/v/16dnY2C2Yh/

হামলার হুমকি

৩৮. গোলাপ শাহ মাজার[106]

(১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ঢাকার গুলিস্তানে অবস্থিত)

১. গোলাপ শাহের মাজার। ছবি সংগৃহীত।
২. মানববন্ধন ও প্রতিরোধ কর্মসূচী।

সার্বিক চিত্র: ঢাকার গুলিস্তানে অবস্থিত গোলাপ শাহ মাজারে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ হামলার হুমকি দেয়া হয় ফেসবুকে ‘গুলিস্তানে গোলাপ শাহ মাজার ভাঙা কর্মসূচি’ নামে একটি ইভেন্ট তৈরি করে, যাতে প্রায় ২২ হাজার মানুষ সাড়া দেয়। এই হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে ভক্তরা মাজার ঘিরে রক্ষায় অবস্থান নেন এবং ‘জিয়ারত কর্মসূচি’ পালন করেন।[107] মাজারের চারপাশে শতাধিক ভক্ত অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদ, মিলাদ, মানববন্ধন ও মিছিল করেন। হামলাকারীরা উপস্থিত না হওয়ায় কোনো ভাঙচুর হয়নি। এটি আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর দেশের বিভিন্ন মাজারে হামলার ধারার অংশ।

হামলার হুমকির মূল কারণ: মাজারকে শিরক-বেদাতি বা অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের আখড়া মনে করা। ভক্তদের দাবি অনুসারে, এটি ধর্মব্যবসায়ীদের চক্রান্ত, যারা সুফি পাগল-ফকিরদের সঠিক কথা বলার কারণে মাজার ভাঙতে চান।

মানববন্ধনের ভিডিও বিশ্লেষণ[108]: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশের ভিডিওতে দেখা যায়, দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা মাজারে জড়ো হয়ে জিয়ারত, মিলাদ কিয়াম, মানববন্ধন, প্রতিবাদ মিছিল করছেন। স্লোগান: "ওলি আল্লাহর দুশমনেরা, হুশিয়ারি সাবধান", "ওহাবীর বাচ্চারা ভালো হয়ে যাও", "রক্ত দিয়েছি আরো দিব, তারপরও মাজার মুক্ত করে দিব, ইনশাআল্লাহ"।[109] অন্যান্য মাজার ভাঙচুরের প্রতিবাদও করা হয়।

---

[106] গোলাপ শাহ মাজার রক্ষায় ঘিরে রেখেছেন ভক্তরা স্টাফ করেসপন্ডেন্ট | বাংলা নিউজ টোয়েন্টি ফোর. কম
https://www.banglanews24.com/national/news/bd/1390069.details

[107] রাজধানীর গোলাপ শাহ মাজারে হামলার আশঙ্কায় ভক্তদের অবস্থান
https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/fcih9l6lc7

[108] গোলাপ শাহ মাজার ভাঙচুর ঠেকাতে ভক্তদের অবস্থান / দৈনিক যায়যায়দিন
https://www.facebook.com/dailyjaijaidinnews/videos/494234636712127/

[109] গোলাপ শাহ মাজার ভাঙচুর ঠেকাতে ভক্তদের অবস্থান/ N. Proti gonta
https://www.facebook.com/share/v/16KqrhpT7S/

অভিযুক্ত হামলাকারী: ফেসবুক ইভেন্ট তৈরিকারী এবং সাড়া দেয়া ব্যক্তিরা, যাদেরকে ভক্তরা জঙ্গিবাদী বা ওহাবী গ্রুপ হিসেবে অভিহিত করেন। কেউ উপস্থিত না হওয়ায় নির্দিষ্ট কেউ চিহ্নিত হয়নি। ইভেন্ট লিংক তাৎক্ষণিক ডিলিট করে করে দেওয়ায় এর হোস্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়নি।

প্রশাসনিক অবস্থান: প্রশাসনের সরাসরি অবস্থান উল্লেখ নেই, তবে ভক্তরা দাবি করেন যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কার্যকর নয়, যার সুযোগ নিয়ে হুমকি দেয়া হচ্ছে। হামলা না হওয়ায় কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি।

কর্তৃপক্ষের অবস্থান: সুফি কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ গোলাম মইনুদ্দিন হিয়াজুড়ি বলেন, মাজার ভাঙার চেষ্টা ধর্মব্যবসায়ীদের চক্রান্ত, যারা পাগল-ফকিরদের সঠিক কথা বলা সহ্য করতে পারে না। ভক্তরা জীবন দিয়ে মাজার রক্ষায় প্রস্তুত, জঙ্গিবাদের ঠাঁই নেই। ভক্তরা প্রতিবাদ করে বলেন, প্রয়োজনে শহীদ হতে রাজি।

সর্বশেষ পরিস্থিতি: হামলা হয়নি, ভক্তদের অবস্থানের কারণে হুমকি বাস্তবায়িত হয়নি। মাজার অক্ষত রয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে চলছে। ২০২৫ পর্যন্ত কোনো হামলার খবর নেই, যদিও সার্বিক মাজার হামলার প্রেক্ষাপটে ভক্তরা সজাগ রয়েছেন।

ঢাকা বিভাগে মাজার/দরবার/আস্তানায় হামলার অভিযোগ (অপ্রমাণিত ঘটনাসমূহ)

নিম্নোক্ত মাজার বা দরবার শরীফে হামলার অভিযোগ উঠেছে প্রধানত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন তালিকা[110], মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন[111], ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন "মাজারের মৌন আর্তনাদ"[112] বিডি ডাইজেস্টের প্রতিবেদন "পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে"[113] বিবিসির বাংলার প্রতিবেদন "দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে?"[114] মানবাধিকার সংগঠন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ) এর হামলার মাসিক প্রতিবেদন,[115] Religion Unplugged পত্রিকার প্রতিবেদন[116]সহ ইত্যাদি[117] সংবাদমাধ্যমের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থেকে। তবে এসব ঘটনার বিস্তারিত প্রতিবেদন, প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, প্রশাসনিক রেকর্ড বা নির্ভরযোগ্য ভিডিও ফুটেজ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে হামলা-পরবর্তী ছবি বা সংক্ষিপ্ত ভিডিও ক্লিপ পাওয়া গেছে, যা ধ্বংসাবশেষ দেখায়। এগুলোকে সাধারণত 'অপ্রমাণিত' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৩৯. আকবর পাগলার মাজার
(৫ আগস্ট ২০২৪, নরসিংদী)
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৪০. আয়েজ পাগলার মাজার
(৫ আগস্ট ২০২৪, নরসিংদী)
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৪১. শাহসূফি চানমিয়া দরবার শরীফ
(৫ আগস্ট ২০২৪-এর পরপর, নয়াপাড়া, গাজীপুর)
বিস্তারিত তথ্য নেই।

---

[110] (বিশেষত সৈয়দ তারিকের দেওয়া তালিকা, তিনি দাবি করেন, এসবের প্রতিটি মাজার হামলার প্রমাণ ও ডিটেইলস তার কাছে মওজুদ আছে) https://www.facebook.com/share/p/1AxsjT2UuG/

[111] মাজার দরগাহ ঐক্য পরিষদের প্রতিবেদন https://www.facebook.com/100006913590857/posts/pfbid034CTUfeKwMLvAQdqgKewihr3zeD6VfguUP8zoHxG3kbKbgtKvcYQ18PgLa6c8qjW6l/?app=fbl

[112] মাজারের মৌন আর্তনাদ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-653331

[113] পরিকল্পিতভাবে মাজারের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে জুলাই ১১, ২০২৫ • মানবাধিকার https://bddigest.com/news/28094/

[114] দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গার ঘটনাগুলো কেন ঘটছে? কারা ঘটাচ্ছে? https://www.bbc.com/bengali/articles/ckg2xygly1no

[115] সেপ্টেম্বরে মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ১২ ঘটনা: এমএসএফ। https://www.prothomalo.com/bangladesh/nyobcrx1et

[116] In Bangladesh, Intra-Muslim Conflict Results In Death And Destroyed Shrines https://religionunplugged.com/news/sufi-shrines-face-wave-of-attacks-in-bangladesh

[117] আর যদি কোন মাজার ভাঙ্গা হয় কাপনের কাপড় পড়ে রাস্তায় নেমে পড়বো আমরা স্বাধীন কাগজ https://swadhinkagoj.com/crime/%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A6%AF%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%AF/3153/

৪২. ফকির মার্কেট মাজার
(৫ আগস্ট ২০২৪-এর পরপর, গাজীপুর)
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৪৩. জাবের পাগলার মাজার
(৫ আগস্ট ২০২৪-এর পরপর, গাজীপুর)
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৪৪. হাসেন আলী ফকিরের মাজার
(৫ আগস্ট ২০২৪-এর পরপর, বেলাব, নরসিংদী)
বিস্তারিত তথ্য নেই।

উল্লেখ্য যে, ময়মনসিংহের নান্দাইল থেকে হাসান পাগলা সিলেটের পীর সিদ্দিক আলী মাওলানার সাথে নরসিংদীর বেলাব উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের ভাটেরচর গ্রামে আসেন। পীর সিদ্দিক আলী হাসান ফকিরকে এ-গ্রামের বাসিন্দা গোলাপ মিয়ার কাছে রেখে যান। এখানে তিনি ফকিরি গান-বাজনা আর জিকির করতেন, মসজিদে আজান দিতেন। এলাকার মানুষের কাছে তিনি আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত হন। কারো কোনো রোগ-বালাই হলে তারা তার কাছে যেতেন। তিনি ফুঁ দিয়ে দিলে রোগমুক্তি ঘটতো। পঞ্চাশ বছর তিনি এই এলাকায় আউলিয়ার কাজ করেন। ১৯৯২ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। ভাটেরচর গ্রামেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তার সমাধিস্থানে গড়ে ওঠে মাজার, যেখানে প্রতি বছর ওরস হয়।

৪৫. করমদী ফকিরের মাজার
(১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ভাওয়াল মির্জাপুর বাজার, গাজীপুর)
তথ্য: অতি প্রাচীন মাজার; ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ।
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৪৬. আক্কেল আলী শাহের মাজার
(সেপ্টেম্বর ২০২৪, হাটুভাঙা, রায়পুরা উপজেলার, খানাবাড়ি থানায় , নরসিংদী)
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৪৭. আমিনুল হক পাগলার মাজার/আস্তানা
(২৩ নভেম্বর ২০২৪, দিলালপুর, নরসিংদী)
অতিরিক্ত তথ্য: আস্তানা উচ্ছেদ
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৪৮. হানিফ শাহ মাজার[118]
(২৪ জানুয়ারি ২০২৫, খোটমোড়া, গোতাশিয়া, মনোহরদী, নরসিংদী)
বিস্তারিত তথ্য নেই।

৪৯. শাহ সুফি হযরত আইয়ুব আলী শাহের আস্তানা
(২৪ জানুয়ারি ২০২৫, শ্রীনগর গ্রাম, নরসিংদী)
বিস্তারিত তথ্য নেই।

হামলার গুজব

৫০. হজরত হায়দার শাহ বাবার মাজার, মুহাম্মদপুর, ঢাকা
হজরত হায়দার আলী ইয়ামেনী মাজারে (হাজারীবাগ, ঢাকা) হামলার ছবি-ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর এটিকে মুহাম্মদপুরের হজরত হায়দার শাহ বাবার মাজারে হামলা বলে গুজব রটানো হয়। এই গুজবের ফলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এবং উত্তেজনা বাড়ে। পরবর্তীতে সুফিবাদী নেতা মুফতি শামসুজ্জামানসহ অনেকে এটিকে গুজব বলে অস্বীকার করেন এবং নিন্দা জানান। তারা স্পষ্ট করেন যে, হামলা হাজারীবাগের নির্মাণাধীন ইয়ামেনী মাজারে হয়েছে, মুহাম্মদপুরের মাজারে নয়। এই গুজবের কারণে সাময়িক বিভ্রান্তি ছড়ালেও পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেনি।

[118] হানিফ শাহ, খোটমোড়া, গোতাশিয়া, মনোহরদী, নরসিংদী।
https://www.facebook.com/100006002226268/posts/pfbid02gKeP6nXSied94JzSPYgE1TCiUaSVESRXnLyixxcvHrEvWUchTG9zhoxWkD5XwoFbl/?app=fbl

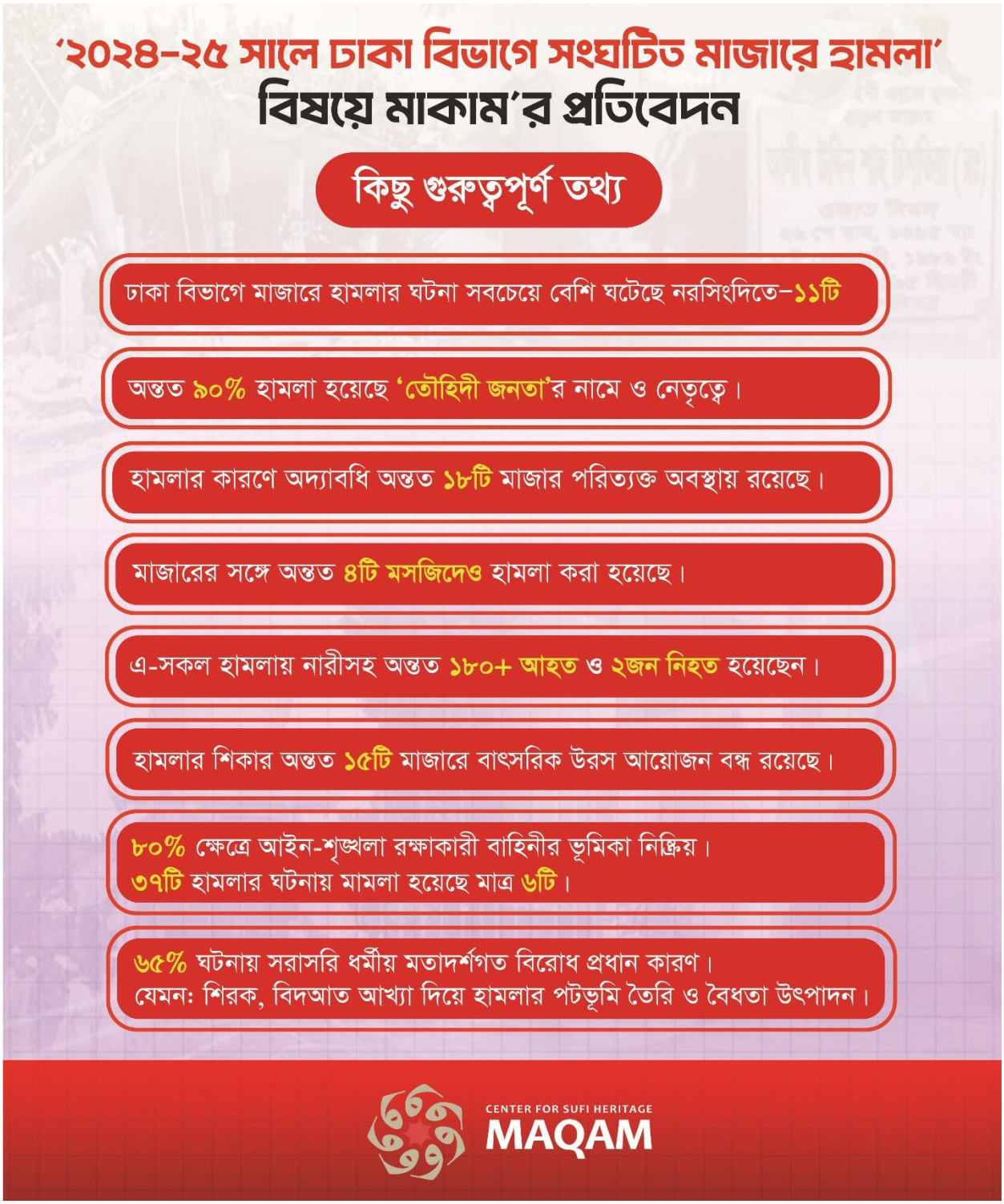
‘২০২৪-২৫ সালে ঢাকা বিভাগে সংঘটিত মাজারে হামলা’
বিষয়ে মাকাম’র প্রতিবেদন
কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ঢাকা বিভাগে মাজারে হামলার ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে নরসিংদিতে–১১টি
অন্তত ৯০% হামলা হয়েছে ‘তৌহিদী জনতা’র নামে ও নেতৃত্বে।
হামলার কারণে অদ্যাবধি অন্তত ১৮টি মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।
মাজারের সঙ্গে অন্তত ৪টি মসজিদেও হামলা করা হয়েছে।
এ-সকল হামলায় নারীসহ অন্তত ১৮০+ আহত ও ২জন নিহত হয়েছেন।
হামলার শিকার অন্তত ১৫টি মাজারে বাৎসরিক উরস আয়োজন বন্ধ রয়েছে।
৮০% ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা নিষ্ক্রিয়।
৩৭টি হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে মাত্র ৬টি।
৬৫% ঘটনায় সরাসরি ধর্মীয় মতাদর্শগত বিরোধ প্রধান কারণ।
যেমন: শিরক, বিদআত আখ্যা দিয়ে হামলার পটভূমি তৈরি ও বৈধতা উৎপাদন।
CENTER FOR SUFI HERITAGE
MAQAM

মাকাম'র প্রতিবেদন

ঢাকা বিভাগে সংঘটিত ৩৭টি মাজারে হামলার ঘটনার জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান

ফরিদপুর, মাদারিপুর, মুন্সীগঞ্জ ও গোপালগঞ্জে হামলার তথ্য পাওয়া যায়নি;
বিপরীতে নরসিংদীতে সর্বোচ্চ ১১টি হামলার ঘটনা ঘটেছে।

CENTER FOR SUFI HERITAGE
MAQAM

মাকাম'র প্রতিবেদন

ঢাকা বিভাগে সংঘটিত ৩৭টি মাজারে হামলার ঘটনায় ৩টি কারণই প্রধান

ধর্মীয় বিরোধ (শিরক, বিদআত আখ্যা–মতাদর্শগত বিরোধ)

স্থানীয় বিরোধ (জমি, সামাজিক শৃঙ্খলা ইত্যাদি)

রাজনৈতিক বিরোধ (রাজনৈতিক প্রতিশোধপরায়ণতা)

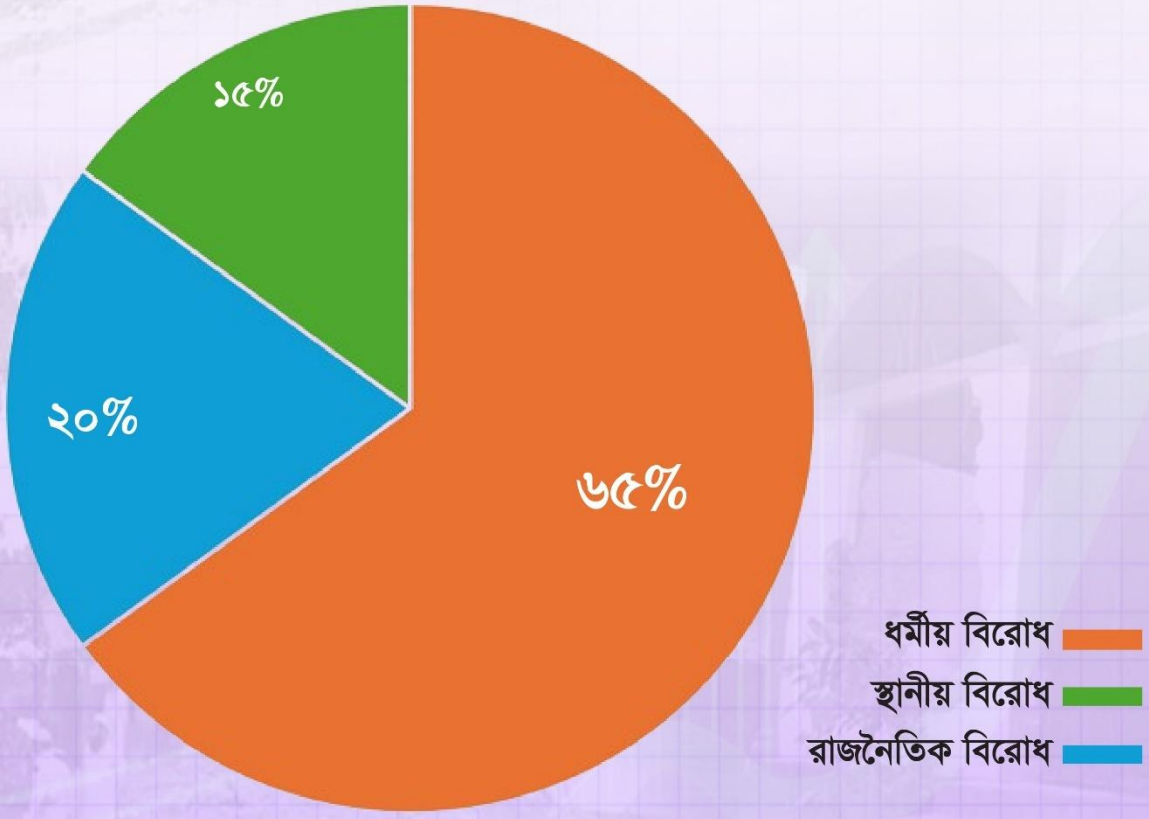

CENTER FOR SUFI HERITAGE
MAQAM

মাকাম'র প্রতিবেদন

ঢাকা বিভাগে সংঘটিত ৩৭টি মাজারে হামলার ঘটনায় প্রশাসনিক পদক্ষেপ

- ৩৭টি ঘটনার বিপরীতে মাত্র ৬টি মামলা হয়েছে।
- নিরাপত্তাহীনতার কারণে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করছেন মাজার সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পরিবার।
- বেশ কিছু ঘটনায় ভিডিও ফুটেজে হামলাকারীদের দেখা গেলেও তাদেরকে আইনের আওতায় আনার কোনো চেষ্টা নেই।

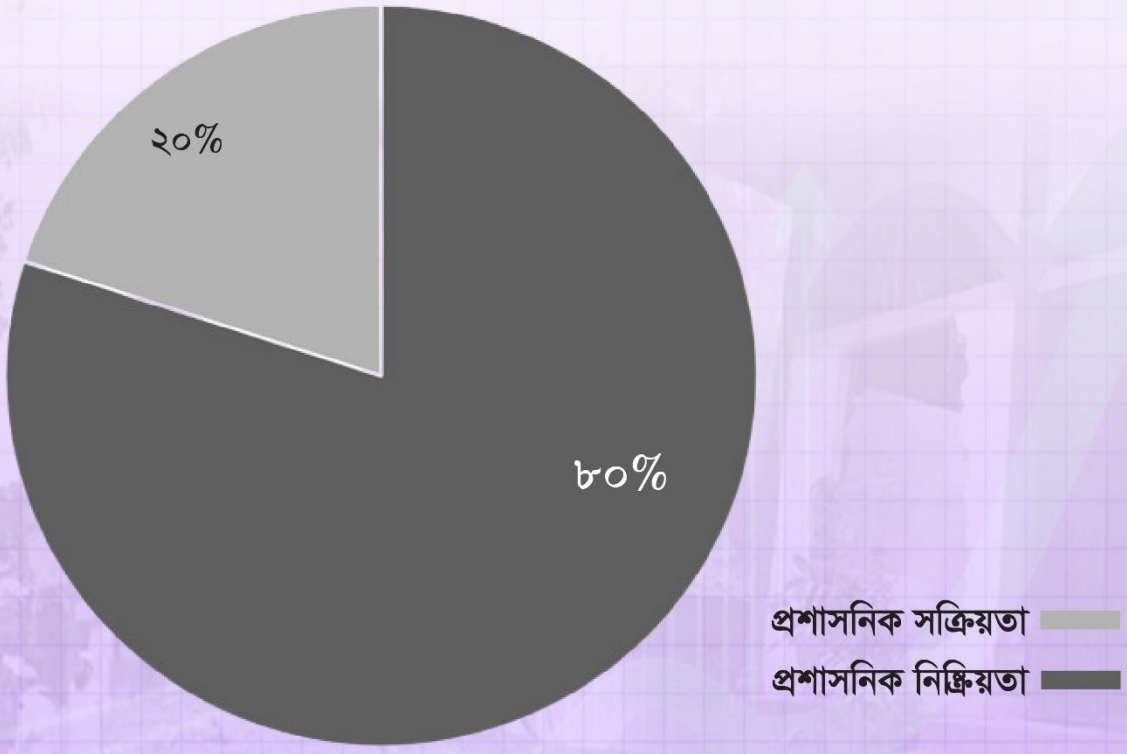

CENTER FOR SUFI HERITAGE
MAQAM